বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি
তৃতীয় শ্রেণি

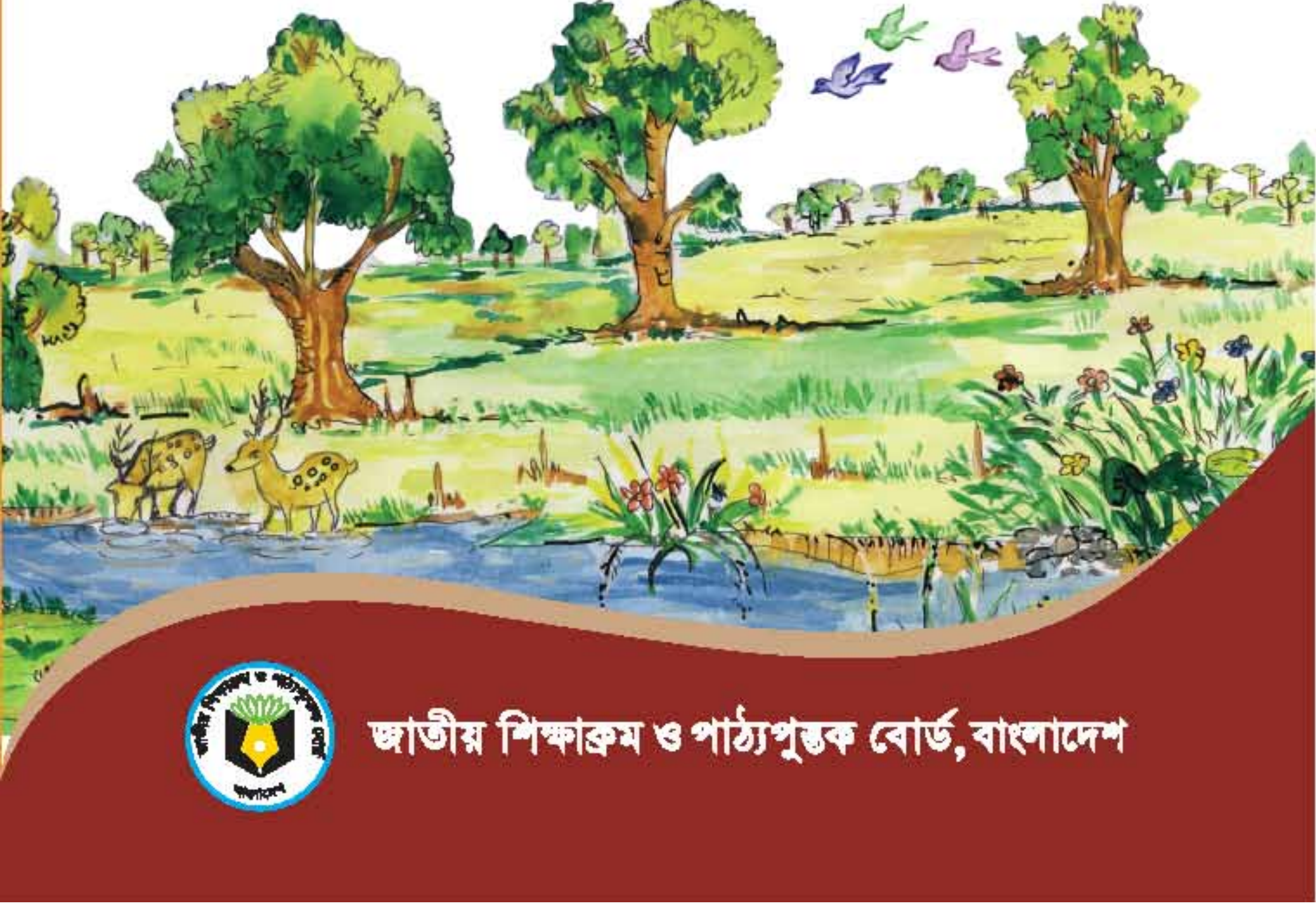

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি

তৃতীয় শ্রেণি

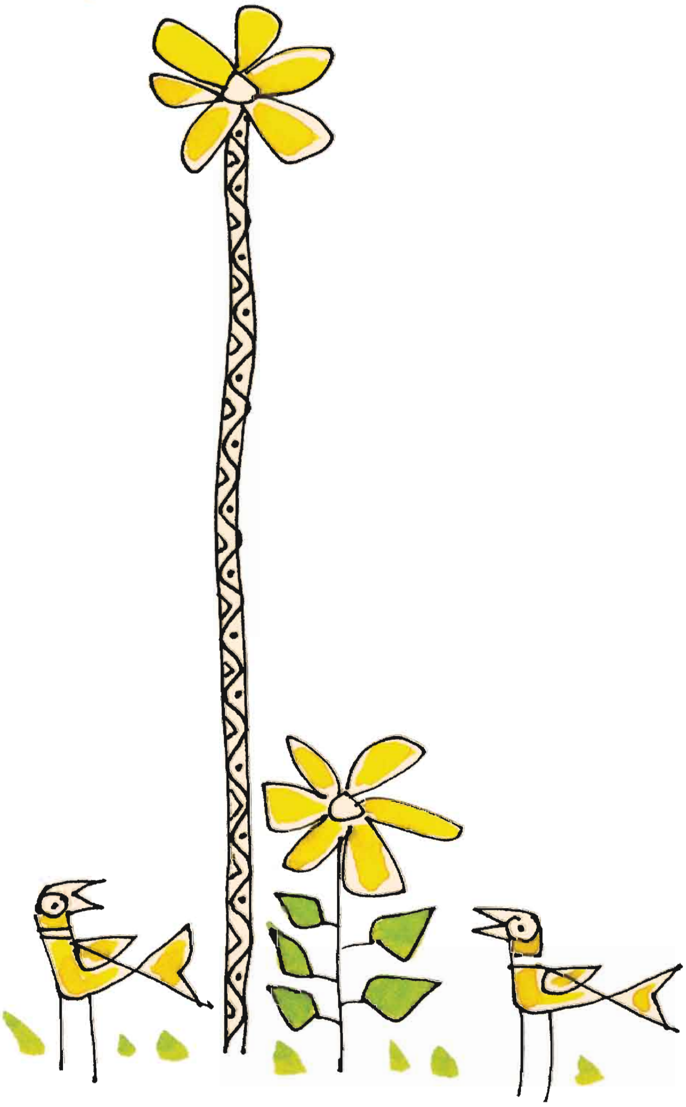

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাহবুবা নাসরীন
ড. আব্দুল মালেক
ড. ইশানী চক্রবর্তী
ড. সেলিনা আক্তার

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৮

চিত্রাঙ্কন ও ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, অন্যের সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ, সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** পাঠ্যপুস্তকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, জাতির পিতার জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও তথ্যসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত একুশটি পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে গ্রহণ করেছে। শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণে সরকার ইবতেদায়ি স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বিষয়টির মাধ্যমে মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনৈতিক ভূখণ্ড সম্পর্কিত পাঠ শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে।
- ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজ পরিচিতি শিক্ষার্থীদের এ বিষয়গুলোতে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে ।
- একই সাথে সামাজিক আচরণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগঠন ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবে ।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তক তৃতীয় শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে। তারা এখনও পঠনে সাবলীলতা অর্জন করেনি এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী করতে অভ্যস্ত নয়। তাই পাঠ্যপুস্তকটিকে শিশুদের জীবন উপযোগী করতে শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। এজন্য বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য আর্কষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে শিক্ষক সংস্করণে।

অধ্যায়

এই পাঠ্যপুস্তকে ১২টি অধ্যায় আছে এবং অধ্যায়ের বিষয়বস্তু স্থানীয় পারিপার্শ্বিক বিষয় থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষাক্রমে, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির জন্য প্রতিটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে । এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো সামনে রেখেই প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে।

বিষয়বস্তু

প্রতিটি অধ্যায়কে ২ থেকে ৪টি বিষয়বস্তুতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুতে একটি বিশেষ দিককে নির্দিষ্ট করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুকে দুটি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করা হয়েছে, যেখানে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে বাম দিকের পৃষ্ঠায় এবং নির্ধারিত কাজ ও প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ডান দিকের পৃষ্ঠায়। এর ফলে শিক্ষক সহজেই পাঠের সাথে শিখন কার্যক্রমকে সমন্বয় করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীরাও সহজেই নির্দেশিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ পাশের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবে।

পাঠ

প্রত্যেক বিষয়বস্তুর জন্য দুটি করে পাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে মোট ১২টি অধ্যায় শেষ করতে সারা বছরে ৭২টি পাঠের প্রয়োজন হবে। এরপরও অতিরিক্ত কিছু সময় থাকবে। সেই সময়ে শিক্ষক, কোনো বিষয়বস্তু যদি বাদ পড়ে থাকে তা শেষ করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীরাও পড়ার জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় পাবে। যেকোনো বিষয়বস্তুর প্রথম পাঠে শিক্ষক সেই বিষয়টির মূল পাঠ্যাংশ বই থেকে পড়াবেন ও বলার কাজ (এসো বলি) করাবেন এবং দ্বিতীয় পাঠে লেখার কাজ (এসো লিখি), সংযোজনের কাজ (আরও কিছু

করি) এবং যাচাই (যাচাই করি) এর কাজ করাবেন। শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল দেওয়া আছে। এই শিখনফলগুলো শিক্ষক সংস্করণে প্রতিটি পাঠের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শিখনফল অর্জন হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে পারবেন।

নির্ধারিত কাজ

বইটিতে মূল পাঠ্যাংশের পাশাপাশি প্রশ্ন ও কাজের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এসবকিছুই শিখন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ে এবং মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে শিখতে পারে না। তারা প্রশ্নোত্তর, তথ্য সংগঠন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে।

শিক্ষকের জন্য পরামর্শ থাকবে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পাঠ শুরু করে প্রয়োজনমতো চারপাশের উদাহরণ ব্যবহার করা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন ও কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলোর অনুশীলন ও বিকাশ হবে।

এসো বলি : বলার কাজে নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করতে এবং অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে এ দক্ষতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হবে। 'এসো বলি'-তে শিক্ষার্থীদের গোটা শ্রেণির কাজে সবার সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের উত্তর বোর্ডে লিখে দেওয়া। বোর্ডের লেখা দেখে শিক্ষার্থীরা সঠিক বানান শিখতে পারবে যা তাদের লেখার কাজে সহায়তা করবে।

এসো লিখি : লেখার কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে। যেমন শিক্ষার্থীরা প্রথমে তালিকা তৈরি করবে, এরপর তথ্য বিভাজন ও শ্রেণিকরণের কাজ করবে এবং আরও পরে বাক্য সম্পন্ন করার কাজ করবে।

আরও কিছু করি : এই অংশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে, যেমন- অঙ্কন বা গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আরও গভীরে যাবে। যদিও 'আরও কিছু করি'র কাজগুলো পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে কিছু সময় বেশি লাগবে, তারপরও এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য স্মরণীয় শিখন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

যাচাই করি : গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে 'যাচাই করি' দেওয়া হয়েছে। এখানে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন।

শিক্ষার্থীদের কাজে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের দলীয়, জোড়ায় ও একক কাজ সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন, কোনো কাজের জন্য কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই বুঝতে পারবে কোনো কাজের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ও দলে ভাগ হতে হবে।

দক্ষতা ম্যাট্রিক্স : প্রতিটি বিষয়ের নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করবে তা পাঠ্যপুস্তকের 'দক্ষতা ম্যাট্রিক্সে' উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন

সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নের সহায়তার জন্যে পাঠ্যপুস্তকের শেষে অধ্যায়ভিত্তিক কিছু নমুনা প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

দক্ষতা ম্যাট্রিক্স

বিষয়বস্তু	বলার কাজ	লেখার কাজ	আরও কিছু করি
১ ।১	পর্যবেক্ষণ ও শোনা	পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ	কল্পনা ও ছবি আঁকা
১ ।২	পর্যবেক্ষণ ও শোনা	পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ	পর্যবেক্ষণ
১ ।৩	প্রশ্ন করার দক্ষতা	পর্যালোচনা ও শ্রেণিকরণ	তথ্য সংগ্রহ
১ ।৪	স্থানিক জ্ঞান ও আলোচনা	জ্ঞান ও শ্রেণিকরণ	কল্পনা ও ছবি আঁকা
২ ।১	স্থানিক জ্ঞান ও আলোচনা	সমানুভূতি	সমানুভূতি ও ভূমিকাভিনয়
২ ।২	অভিজ্ঞতা ও আলোচনা	উপলব্ধি ও শ্রেণিকরণ	বস্তুনিষ্ঠতা ও উপলব্ধি
২ ।৩	অভিজ্ঞতা ও আলোচনা	উপলব্ধি ও শ্রেণিকরণ	গবেষণা ও ছবি আঁকা
৩ ।১	আলোচনা ও বোধগম্যতা	কল্পনা	অগ্রাধিকার দেওয়া ও বিশ্লেষণাত্বক চিন্তা
৩ ।২	দৃষ্টিভঙ্গি	বর্ণনা ও বোধগম্যতা	পরিকল্পনা
৩ ।৩	আলোচনা	বোধগম্যতা ও শ্রেণিকরণ	পরিকল্পনা ও প্রয়োগ
৪ ।১	বোধগম্যতা ও জ্ঞান	স্থানিক জ্ঞান	ভূমিকাভিনয়
৪ ।২	বোধগম্যতা ও পর্যবেক্ষণ	জ্ঞান	অনুমান, সংগঠন
৪ ।৩	পর্যবেক্ষণ	বোধগম্যতা, জ্ঞান	কল্পনা ও ছবি আঁকা
৫ ।১	বোধগম্যতা ও শ্রেণিকরণ	বোধগম্যতা	সমানুভূতি, ভূমিকাভিনয়
৫ ।২	আলোচনা ও স্ব-মূল্যায়ন	বিশ্লেষণ	ভূমিকাভিনয় ও প্রশ্ন করার দক্ষতা
৬ ।১	আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ	বর্ণনা	আলোচনা ও প্রয়োগ
৬ ।২	আলোচনা	সংগঠন	পরিকল্পনা
৬ ।৩	বোধগম্যতা ও শ্রেণিকরণ	বিশ্লেষণ	পরিকল্পনা
৭ ।১	কার্যকারণের বিশ্লেষণ	কার্যকারণের বর্ণনা	তথ্য সংগঠিত করা
৭ ।২	প্রভাবের বিশ্লেষণ	প্রভাবের বর্ণনা	তথ্য সংগঠিত করা
৭ ।৩	কর্ম পরিকল্পনা	দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ ও তথ্য উপস্থাপন	সম্মিলিত প্রয়োগ
৮ ।১	জ্ঞান	শব্দকোষ সংকলন	জ্ঞান
৮ ।২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	আঁকা
৮ ।৩	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	আঁকা ও বোধগম্যতা
৯ ।১	জ্ঞান	বোধগম্যতা	আঁকা
৯ ।২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	আঁকা
৯ ।৩	বোধগম্যতা ও জ্ঞান	শব্দকোষ সংকলন	উপস্থাপন দক্ষতা
৯ ।৪	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	উপস্থাপন দক্ষতা
১০ ।১	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	গবেষণা
১০ ।২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	পরিকল্পনা ও উপস্থাপন দক্ষতা
১১ ।১	বোধগম্যতা	সহযোগিতা	গবেষণা
১১ ।২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	পরিকল্পনা
১১ ।৩	স্থানিক জ্ঞান	অভিজ্ঞতা ও বর্ণনা	পরিকল্পনা
১২ ।১	স্থানিক জ্ঞান	জ্ঞান ও সংজ্ঞা	অনুভূতি ও কল্পনা
১২ ।২	বোধগম্যতা	অনুমান	উপস্থাপন দক্ষতা
১২ ।৩	কল্পনা	কল্পনা	উপস্থাপন দক্ষতা

সূচিপত্র

১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ২
২ মিলেমিশে থাকা ১০
৩ আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব ১৬
৪ সমাজের বিভিন্ন পেশা ২২
৫ মানুষের গুণ ২৮
৬ সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন ৩২
৭ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ৩৮
৮ মহাদেশ ও মহাসাগর ৪৪
৯ আমাদের বাংলাদেশ ৫০
১০ আমাদের জাতির পিতা ৫৮
১১ আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৬২
১২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৬৮
◎ নমুনা প্রশ্ন ৭৪
◎ শব্দভাণ্ডার ৭৮

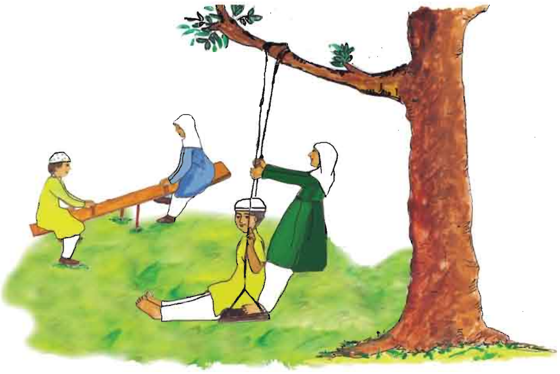

অধ্যায় ১

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

১ প্রাকৃতিক পরিবেশ

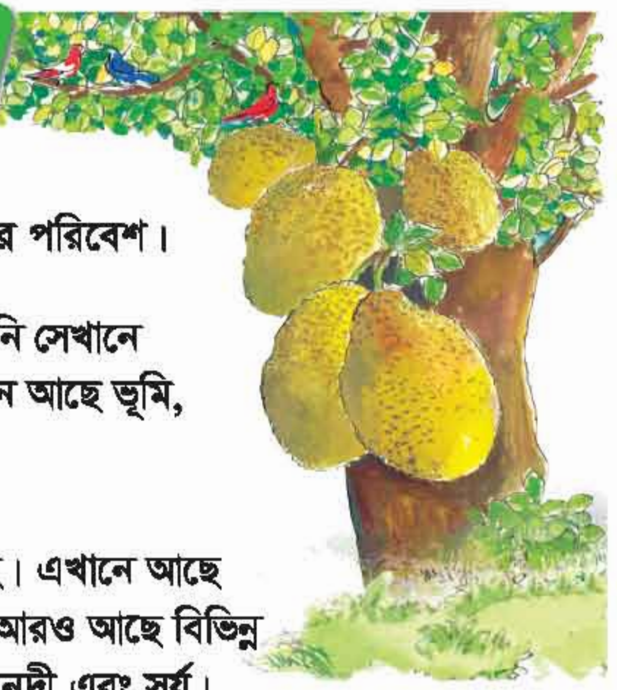

আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়ে আমাদের পরিবেশ।

যে জায়গায় মানুষ এখনও বসবাস শুরু করে নি সেখানে চারিদিকে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। সেখানে আছে ভূমি, পানি, গাছপালা ও পশু-পাখি।

আমরা আমাদের চারপাশে প্রকৃতি দেখতে পাই। এখানে আছে নানা ধরনের গাছ, ফুল, লতা-পাতা। এখানে আরও আছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, পাখি ও মাছ। আছে মেঘ, বৃষ্টি, নদী এবং সূর্য।

এই সবকিছু নিয়েই আমাদের **প্রাকৃতিক পরিবেশ** গঠিত।

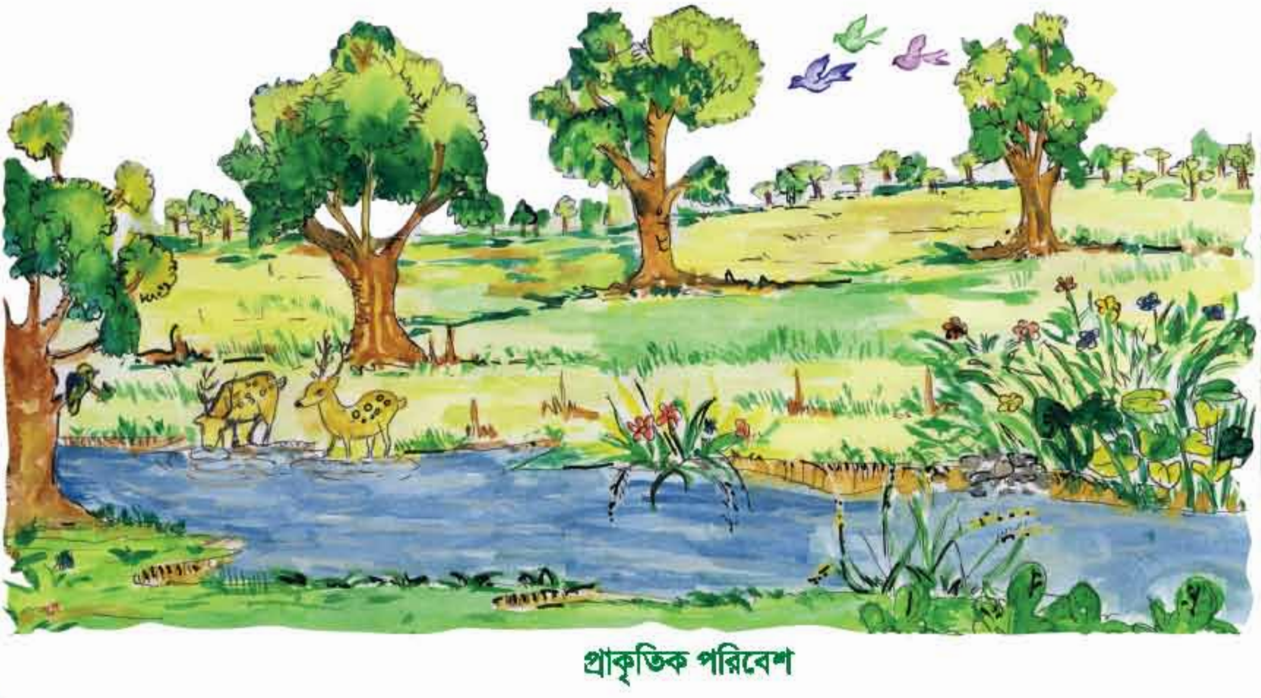

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ক| এসো বলি

শ্রেণিকক্ষের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। প্রাকৃতিক পরিবেশের কী কী দেখা যাচ্ছে? সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি কর। (শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।)

খ| এসো লিখি

নিচের ছকে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর নাম লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

গাছ	প্রাণী	পানি

গ| আরও কিছু করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি ছবি আঁক। গাছ বা যে কোনো প্রাণীর ছবি আঁকতে পার।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোনটি?

ক) বাড়ি খ) গাছ গ) রাস্তা ঘ) সেতু

২. পাখি একটি

ক) উদ্ভিদ খ) প্রাণী গ) বাতাস ঘ) পানি

২

সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ

আমরা একা বসবাস করতে পারি না। বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা মিলেমিশে বসবাস করি। একে অন্যকে সাহায্য করি। একসাথে কাজ করি। এভাবে মিলেমিশে থাকা একতাবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে **সমাজ** বলে।

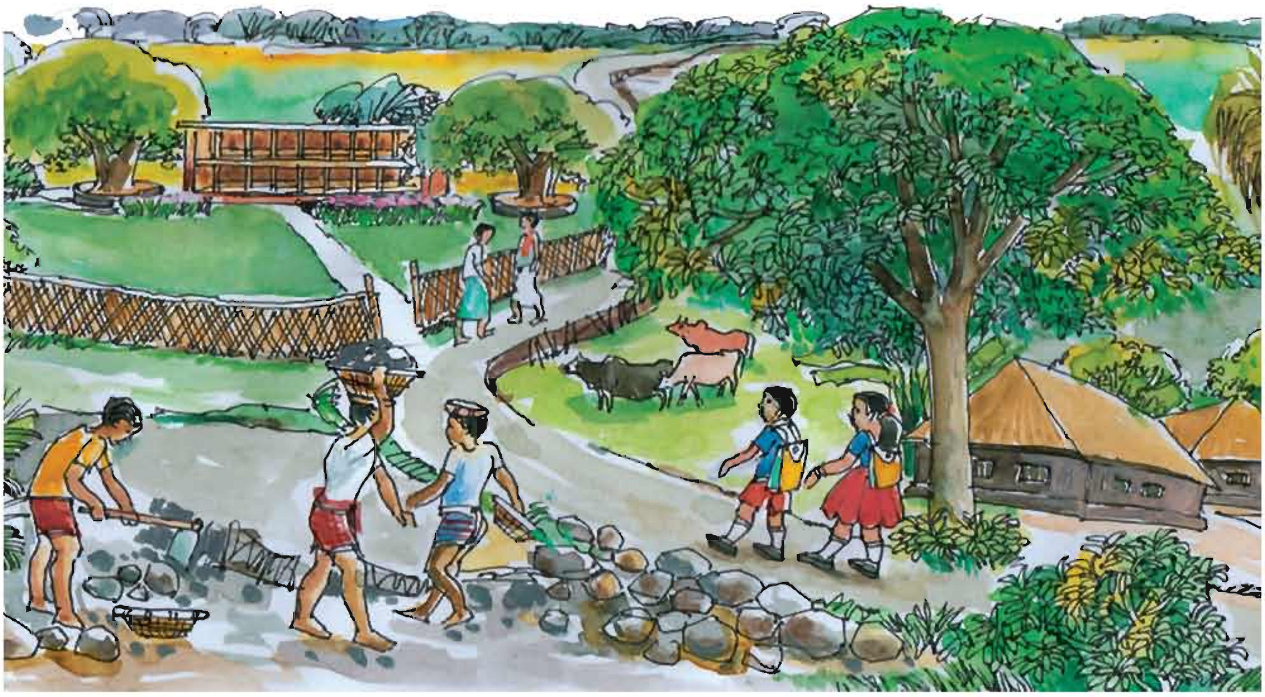

সামাজিক পরিবেশ

মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে অনেক কিছু তৈরি করে। যেমন, দোকান বাড়ি, মাদরাসা, খেলার মাঠ, রাস্তা ইত্যাদি। এই সবকিছুই মানুষের তৈরি। মানুষ এবং তাদের যা কিছু তৈরি সেসব নিয়েই আমাদের এই **সামাজিক পরিবেশ**।

তোমরা উপরের ছবিতে সামাজিক পরিবেশের কিছু উদাহরণ লক্ষ কর।

ক| এসো বলি

শ্রেণিকক্ষের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। সামাজিক পরিবেশে মানুষের তৈরি কী কী জিনিস দেখা যাচ্ছে? সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি কর। (শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।)

খ| এসো লিখি

নিচের তিনটি শিরোনামে সামাজিক পরিবেশের কিছু উদাহরণ দাও, কাজটি জোড়ায় কর।

ভবন	যাতায়াত	কাজ

গ| আরও কিছু করি

পাঠের সামাজিক পরিবেশের ছবিটি দেখ এবং কে কী করছে তা লেখ।

শিশুরা..।

তিনজন লোক..।

দুইজন লোক...।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

সামাজিক পরিবেশের উপাদান কোনটি?

ক) পাখি খ) পশু গ) মাদরাসা ঘ) নদী

৩

সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব

সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো **বাড়ি** ও **মাদরাসা**।

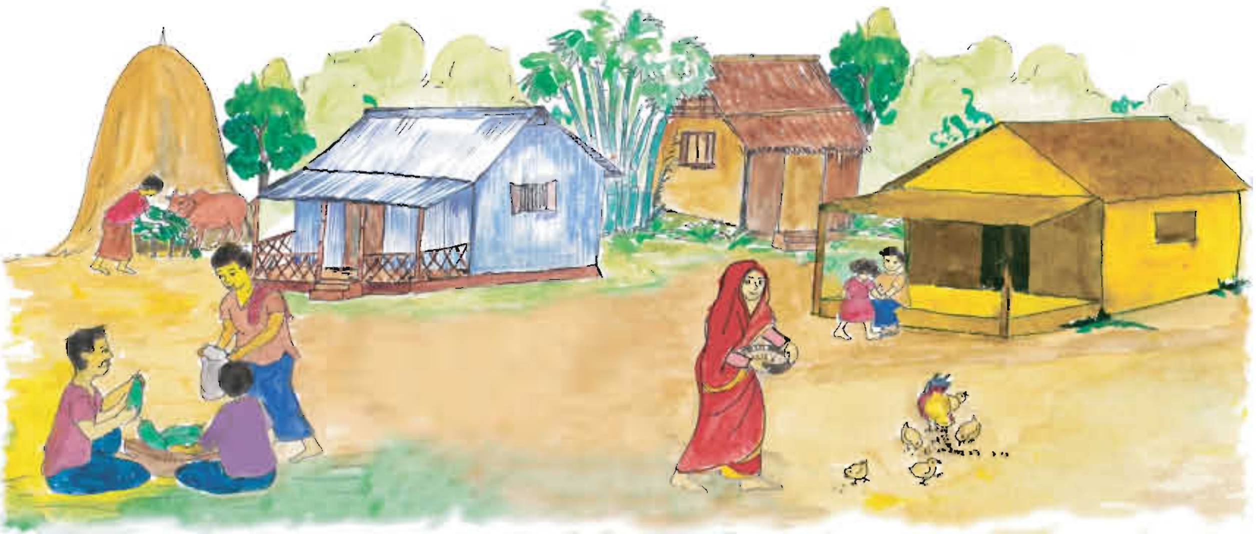

আমাদের প্রতিবেশী

আমাদের বাড়ি আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাড়িতে আমরা বসবাস করি। বাড়ির আঙিনায় আমরা খেলাধুলা করি। বাড়ির চারপাশের সবাই আমাদের প্রতিবেশী।

মাদরাসা আমাদের অনেক প্রিয়। মাদরাসায় আমরা পড়ালেখা করি। খেলাধুলা করি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উৎসবে অংশগ্রহণ করি।

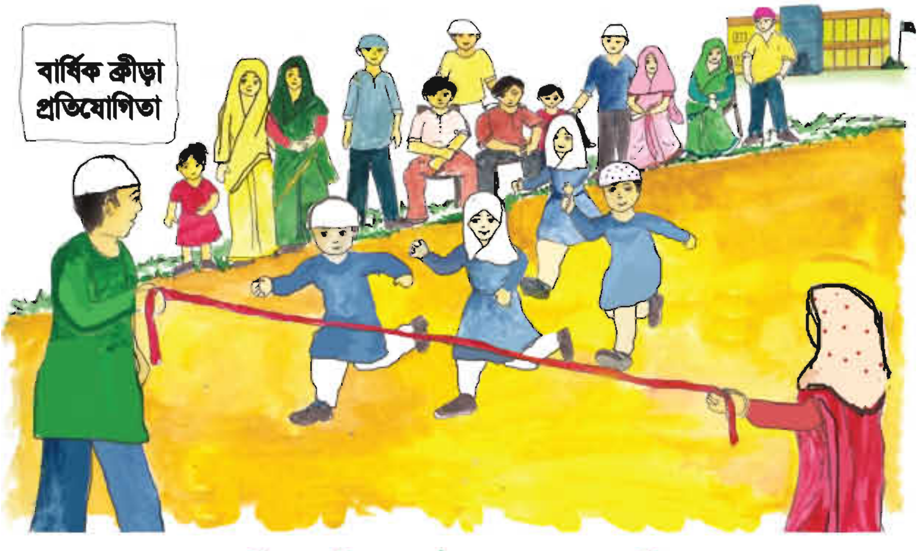

সামাজিক পরিবেশ গঠনে মাদরাসার ভূমিকা

ক | এসো বলি

পাশের বন্ধুর কাছ থেকে সমাজ সম্পর্কে জেনে নিই

- তোমার পরিবারে কতজন সদস্য ?

সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আরও জানি

- তুমি মাদরাসায় কীভাবে আস ?

খ | এসো লিখি

সঠিক কলামে নিচের শব্দগুলো লেখ।

পাখি মাদরাসা পশু নদী বাড়ি রাস্তা গাছ সেতু

প্রাকৃতিক পরিবেশ	সামাজিক পরিবেশ

গ | আরও কিছু করি

একজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে তোমার মাদরাসা সম্পর্কে কিছু তথ্য খুঁজে বের কর।

শিক্ষার্থী সংখ্যা ---------। শ্রেণি সংখ্যা ----------। শিক্ষক সংখ্যা --------।

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. মাদরাসা..........................পরিবেশের উপাদান।

২. আমরা সবসময়.............................. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব।

৪

যানবাহন

যানবাহন সামাজিক পরিবেশের আরও একটি উপাদান। রাস্তা ও যানবাহন আমাদের অনেক উপকারে আসে। রাস্তা দিয়ে আমরা মাদরাসায় যাই। হাট-বাজারে যাই। বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাই। দূরে যাওয়ার জন্য আমরা বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার ও উড়োজাহাজ ব্যবহার করি।

বিভিন্ন ধরনের যানবাহন

ক| এসো বলি

তোমার এলাকায় কী ধরনের যানবাহন দেখা যায়?
শিক্ষকের সহায়তায় সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি কর। (শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।)

খ| এসো লিখি

নিচের তিনটি শিরোনামে যানবাহনের তালিকা তৈরি কর। কাজটি জোড়ায় কর।

স্থলপথ	জলপথ	আকাশপথ

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকায় যাতায়াতের জন্য তুমি কোন ধরনের যানবাহন পছন্দ কর?
ছবি এঁকে দেখাও।

ঘ| যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক) আমরা অনেক	অনেক কিছু তৈরি করেছে।
খ) আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নিয়ে	সামাজিক পরিবেশের উপাদান।
গ) মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে	আমাদের পরিবেশ।
ঘ) বাড়ি, রাস্তা , যানবাহন	উৎসব অনুষ্ঠান পালন করি।

অধ্যায় ২

মিলেমিশে থাকা

১ সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

পরিবারে আমরা মা, বাবা, ভাই, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিয়ে একসঙ্গে বাস করি। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, পেশা, বয়স ও চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাওতাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন।

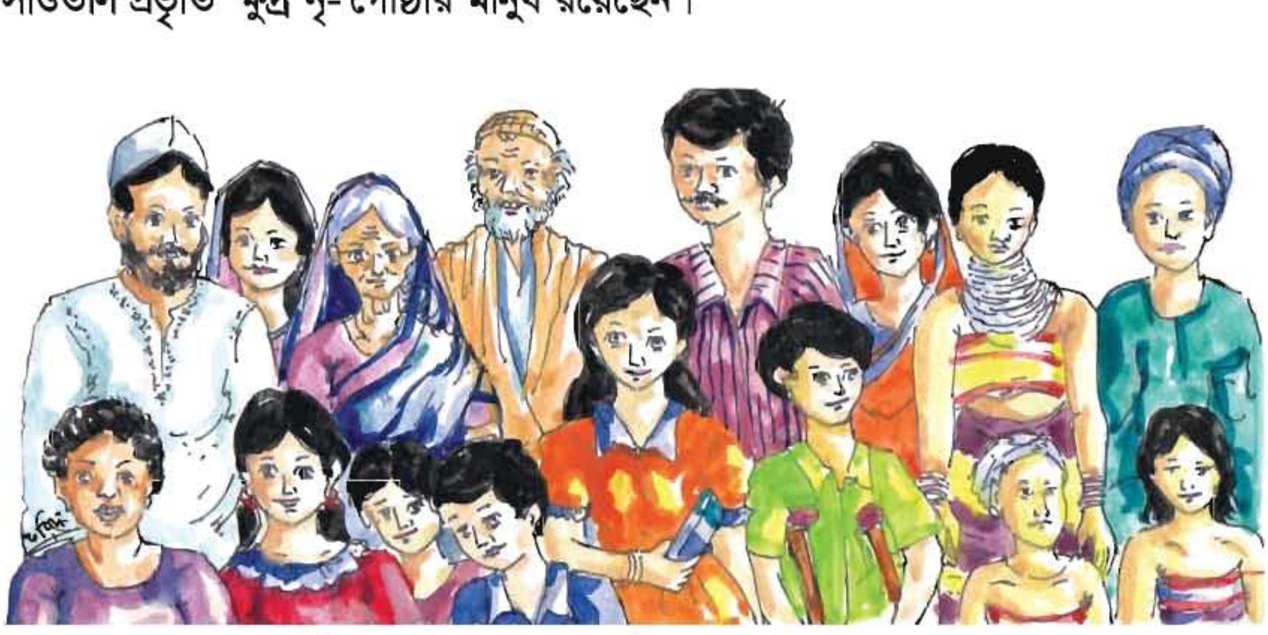

বিভিন্ন বয়সী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের মিলেমিশে বসবাস

একই শ্রেণিতে আমরা সবাই সমবয়সী হলেও আমরা একে অপরের থেকে আলাদা। কেউ মেয়ে, কেউ ছেলে। আবার কেউ চোখে কম দেখতে পাই, কেউ কম শুনতে পাই। অনেকে যেকোনো পাঠ তাড়াতাড়ি শিখি। আবার কেউ একটু দেরিতে বুঝি। এ ছাড়াও আমাদের সমাজে কিছু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বা শিশু আছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কারণে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আমাদের দরকার একে অন্যকে সহায়তা করা এবং সবাইকে শ্রদ্ধা করা।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে তোমার এলাকার মানুষের সামাজিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

- সেখানে কোন কোন বয়সের মানুষ আছে?
- কোন কোন পেশার মানুষ বাস করে?
- কোন কোন ধর্মের মানুষ আছে?

খ| এসো লিখি

তোমার শ্রেণিতে যে সহপাঠীর বুঝে পড়তে একটু সময় লাগে তাকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকায় যাকে সাহায্য করা প্রয়োজন এমন একজনের কথা চিন্তা কর। তাকে কীভাবে সাহায্য করা যায় তা দলে অভিনয় করে দেখাও।

ঘ| যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক) আমাদের সমাজে আমরা নারী, পুরুষ	ক্ষুদ্র নৃ - গোষ্ঠী বাস করে।
খ) আমাদের সমাজে বাঙালি ছাড়াও বিভিন্ন	বন্ধুদের সাথে আনন্দে মেতে উঠে।
গ) মিলেমিশে থাকতে হলে	আমাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করতে হবে।
ঘ) বিভিন্ন উৎসবে শিশুরা	ধনী, দরিদ্র একসাথে বাস করি।

২

ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎসব

আমাদের দেশে চারটি প্রধান ধর্ম আছে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষই কিছু উৎসব পালন করেন। ভিন্ন ধর্মের হলেও আমরা একে অন্যের উৎসবে যোগ দিই।

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব

ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব। বছরে দুটি ঈদ পালন করা হয়, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন মুসলমানরা মসজিদ ও ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু সবাই মিলে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন। শিশুরা দলবেধে ঘুরে বেড়ায় ও আনন্দ করে।

মুসলমানদের আরও কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। যেমন : শব-ই-বরাত, শব-ই-ক্বদর ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি।

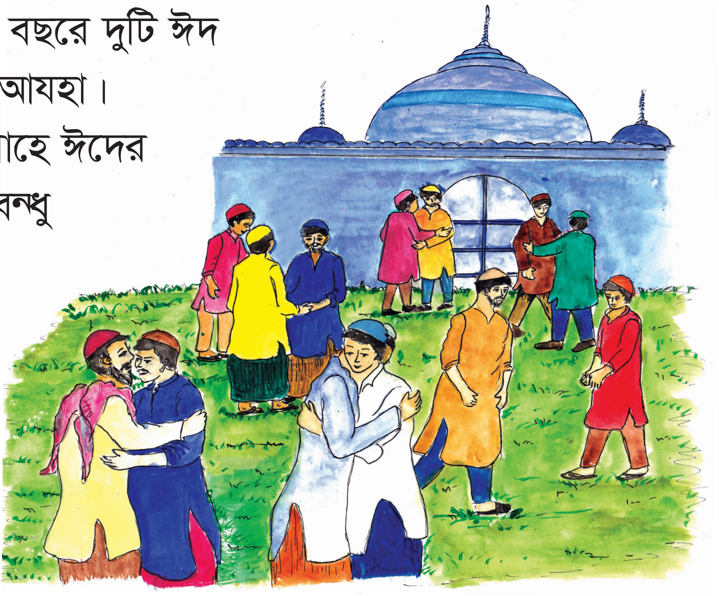

ঈদ

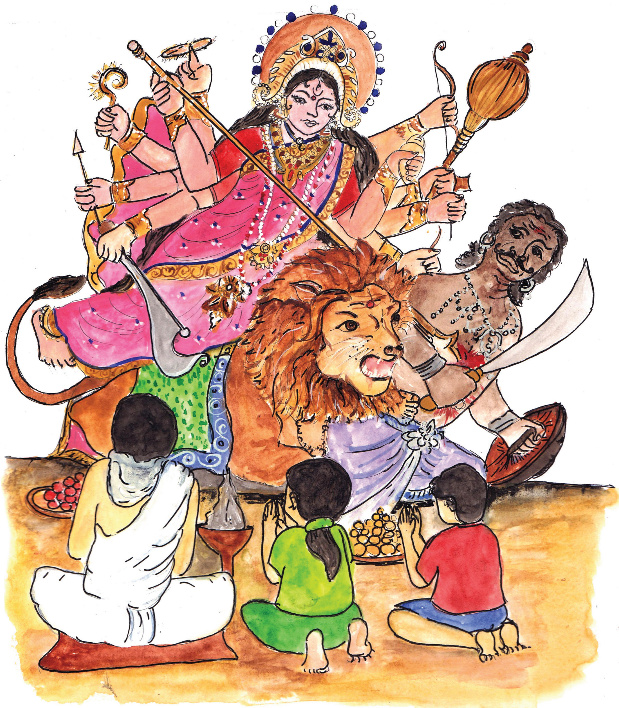

পূজা

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব

হিন্দুধর্মে প্রায় সারাবছর নানা পূজার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান পূজাগুলো হচ্ছে দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজা। পূজার সময় তারা মন্দিরে পূজা করেন, সবাই সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, নাড়ু ও ফল খেয়ে থাকেন। শিশুরা নানা ধরনের খেলা ও আনন্দে মেতে উঠে।

ক| এসো বলি

তোমরা গত ঈদে কী করেছ তা বর্ণনা কর।

খ| এসো লিখি

পাঠ থেকে মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিকগুলো লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

মুসলমানদের উৎসব	হিন্দুদের উৎসব

গ| আরও কিছু করি

- তোমার এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কোথায় পূজা করেন?
- মনে কর তোমার একজন অন্য ধর্মের বন্ধু আছে। সে ঈদ বা পূজা উৎসবে যোগ দিলে কী কী করবে? চিন্তা করে একটি বাক্যে প্রকাশ কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

আমাদের দেশে প্রধান ধর্ম কয়টি?

ক) তিনটি খ) চারটি গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি

৩ বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের উৎসব

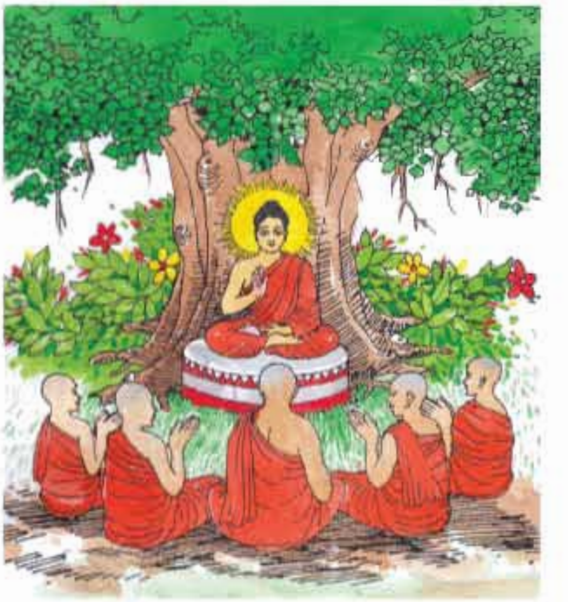

বুদ্ধপূর্ণিমা

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব

বৌদ্ধধর্মের প্রধান উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বৌদ্ধধর্মের অনুসারীগণ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শিশুরাও তাতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। মাঘীপূর্ণিমাও বৌদ্ধধর্মের একটি উৎসব।

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব

খ্রিষ্টানদের প্রধান উৎসব বড়দিন। প্রতিবছর ২৫শে ডিসেম্বর যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিনটি বড়দিন হিসাবে পালন করা হয়। আমাদের দেশে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীগণ এই দিনে গির্জায় প্রার্থনা করেন। একে অপরকে উপহার দেন। সবাই মিলে আনন্দ ও খাওয়া দাওয়া করেন। খ্রিষ্টধর্মের মানুষ গুড ফ্রাইডে ও ইস্টার সানডে পালন করেন।

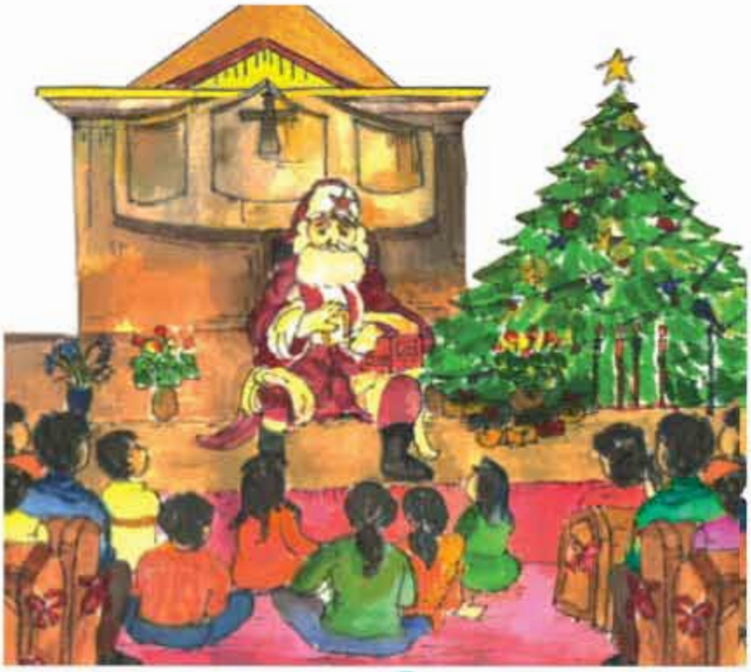

বড়দিন

এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে।

ক| এসো বলি

তুমি কি কখনো অন্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসব দেখেছ বা যোগদান করেছ? দেখে থাকলে ঐ ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে যা জানো তা অন্যদের কাছে বর্ণনা কর।

খ| এসো লিখি

পাঠ থেকে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিকগুলো লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

বৌদ্ধদের উৎসব	খ্রিষ্টানদের উৎসব

গ| আরও কিছু করি

- যে কোনো একটি ধর্মীয় উৎসবের ছবি জোগাড় কর।
- তোমার এলাকায় উদ্‌যাপিত তোমার প্রিয় উৎসব নিয়ে একটি ছবি আঁক ও একটি বাক্য লেখ।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

মাঘীপূর্ণিমা কোন ধর্মের উৎসব?

ক) ইসলামধর্ম খ) হিন্দুধর্ম গ) বৌদ্ধধর্ম ঘ) খ্রিষ্টধর্ম

অধ্যায় ৩

আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

১ সমাজে আমাদের অধিকার

সমাজে সবার বেঁচে থাকার **অধিকার** আছে। এজন্য কিছু অধিকার পূরণ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। জীবনকে ভালোভাবে গড়ার জন্য দরকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা। এই ৬টি আমাদের মৌলিক অধিকার।

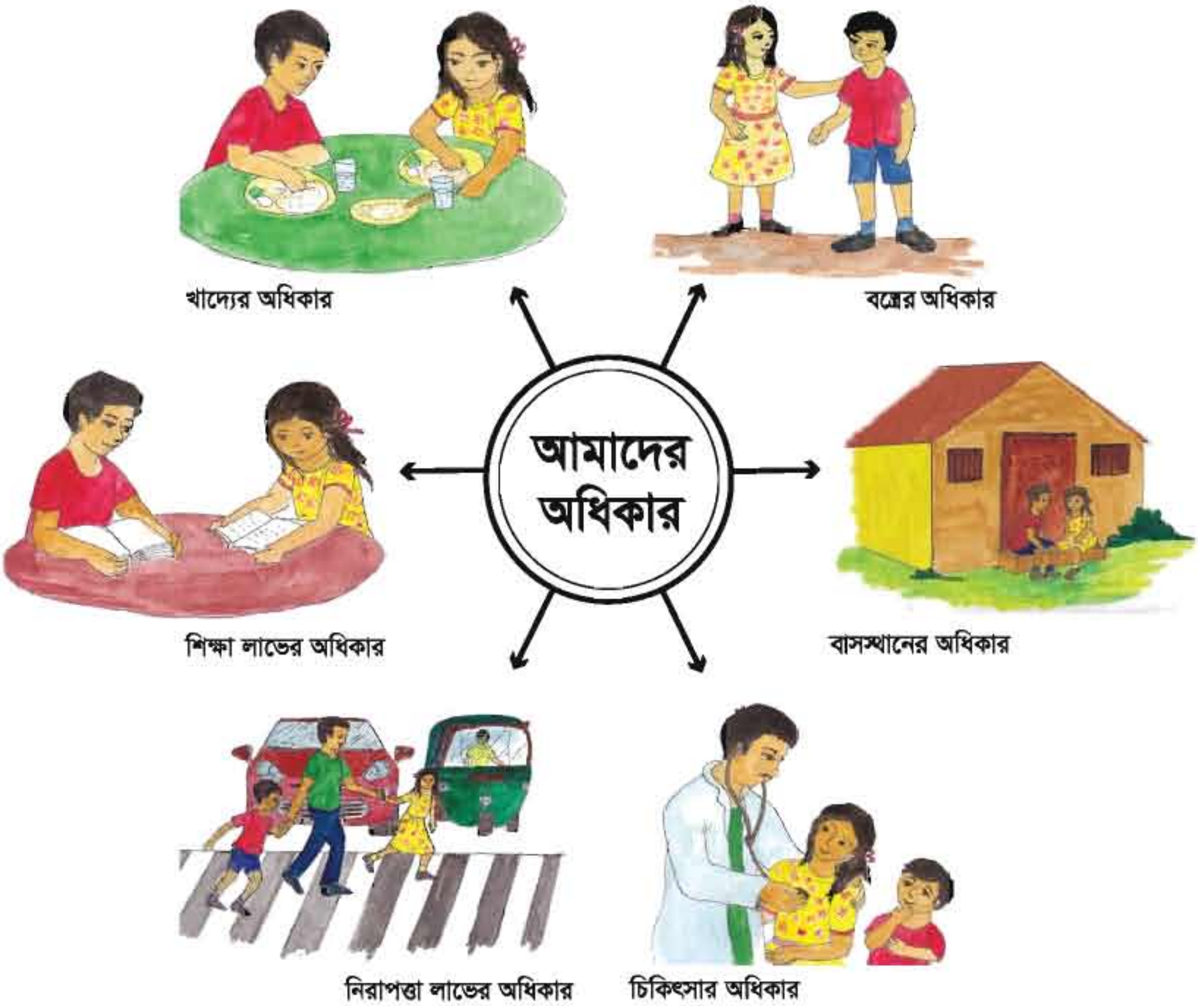
খাদ্যের অধিকার
বস্ত্রের অধিকার
আমাদের অধিকার
শিক্ষা লাভের অধিকার
বাসস্থানের অধিকার
নিরাপত্তা লাভের অধিকার
চিকিৎসার অধিকার

ক| এসো বলি

আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো আমরা কিসের মাধ্যমে পূরণ করি তা উদাহরণ দিয়ে বল।

খাদ্য : ভাত, ...

বস্ত্র : ....

বাসস্থান : ....

শিক্ষা : ....

চিকিৎসা : ....

নিরাপত্তা : ....

খ| এসো লিখি

শিক্ষা অর্জন করা কেন প্রয়োজন? এক বাক্যে লেখ।

....

গ| আরও কিছু করি

মনে কর একটি ভয়াবহ দুর্যোগে তুমি আটকা পড়েছ। এরকম অবস্থায় এই ছয়টি অধিকারের কোনটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে বলে তোমার মনে হয়? প্রয়োজন অনুসারে ছয়টি অধিকার সাজাও। কাজটি ছোট দলে কর।

১	২	৩
৪	৫	৬

ঘ| যাচাই করি

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. আমাদের সমাজে...................... টি মৌলিক অধিকার আছে।

২. এ অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো...................... ।

২ শিশু হিসাবে আমাদের অধিকার

শিশু হিসাবে আমাদের কতগুলো বিশেষ অধিকার আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো :

- ✓ জন্ম নিবন্ধনের অধিকার
- ✓ একটি নাম পাওয়ার অধিকার
- ✓ স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার
- ✓ পুষ্টি ও চিকিৎসার অধিকার
- ✓ খেলাধুলা ও বিশ্রামের অধিকার
- ✓ শিক্ষার অধিকার
- ✓ মেয়ে ও ছেলে শিশুর সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার

পৃথিবীর সব দেশে শিশুদের এ অধিকারগুলো আছে। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য এসব অধিকার পূরণ হওয়া খুবই প্রয়োজন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিশুদের অধিকারগুলো পূরণ করা।

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বের সকল দেশে 'বিশ্ব শিশু দিবস' পালন করা হয়।

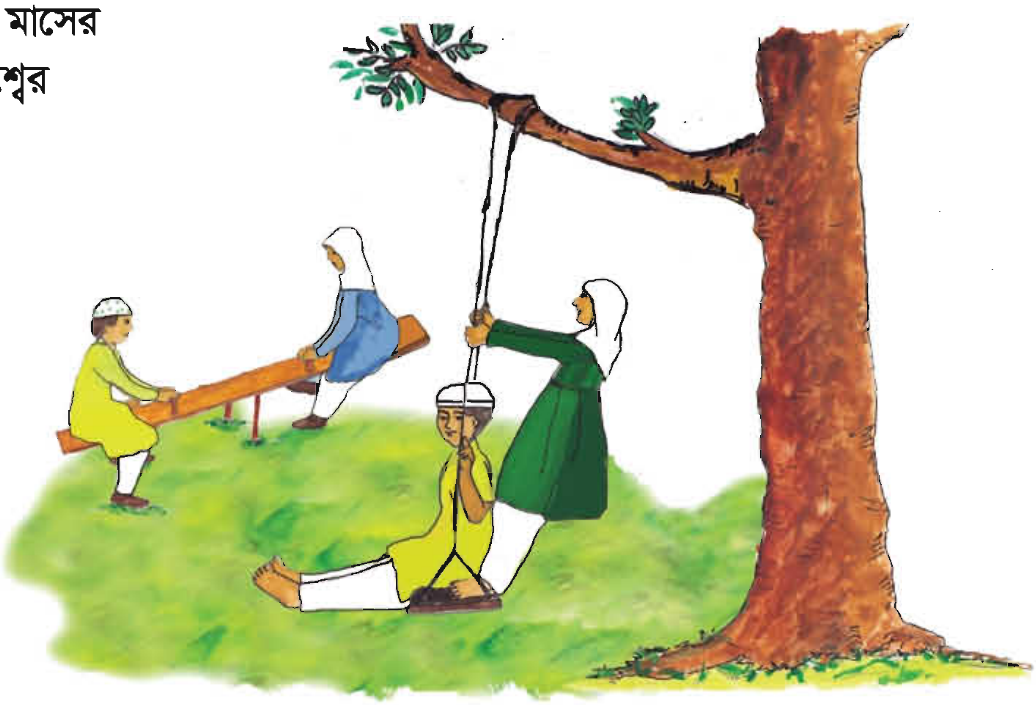

খেলাধুলার অধিকার

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে আলোচনা কর

- তোমার পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের কী সমানভাবে দেখা হয়?

খ| এসো লিখি

তোমার পরিবার তোমাকে কীভাবে প্রতিটি অধিকার প্রদান করছে তা উদাহরণ দিয়ে নিচের ছকে লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

পরিবারে শিশু হিসাবে আমার অধিকার	
১	
২	
৩	
৪	

গ| আরও কিছু করি

মাদরাসায় বিশ্ব শিশুদিবস কীভাবে পালন করা যেতে পারে তা পরিকল্পনা কর।

- মাদরাসায় সমাবেশে কী করতে পার?
- শ্রেণিকক্ষ কীভাবে সাজানো যেতে পারে?
- কোনো নাটক করা যায় কি না?

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

কোনটি শিশু অধিকার?

ক) জন্ম নিবন্ধন খ) নিয়ম মানা গ) বড়দের শ্রদ্ধা করা ঘ) অসুখে সেবা করা

৩ শিশু হিসাবে আমাদের দায়িত্ব

পরিবারে যেমন আমাদের অনেক অধিকার আছে তেমনি কিছু দায়িত্বও আছে। পরিবারের প্রতি আমাদের কয়েকটি দায়িত্ব হলো :

পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

- ✓ পরিবারের নিয়মকানুন মেনে চলা।
- ✓ মা-বাবা এবং বড়দের শ্রদ্ধা করা।
- ✓ পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে সেবাযত্ন করা।
- ✓ পরিবারের বিভিন্ন কাজে মা-বাবা ও অন্যদের সাহায্য করা।
- ✓ বড় ভাই-বোনকে সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ ও আদর করা।

পরিবারের প্রতি আমাদের এই দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের অধিকারগুলো ভোগ করতে পারব।

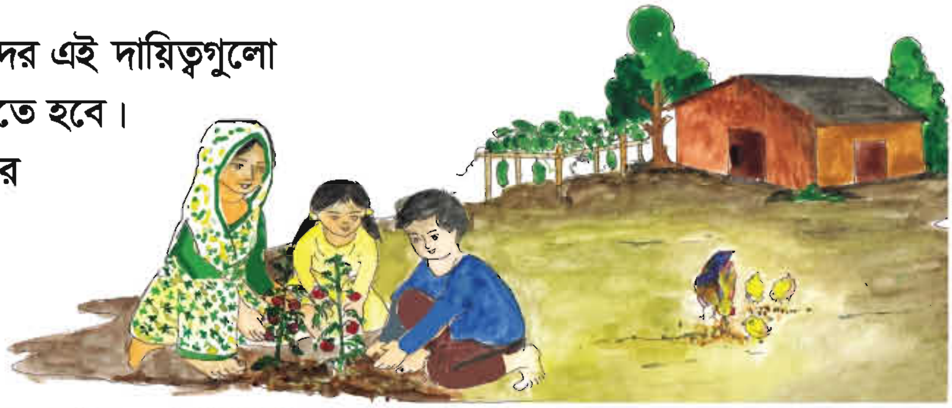

শিশুরা পরিবারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করছে

ক | এসো বলি

তুমি পরিবারে কী কী দায়িত্ব পালন করতে পার বলে মনে কর? উদাহরণ দিয়ে বল।

খ | এসো লিখি

নিচের বাক্যগুলো সঠিক ঘরে লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

- ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা করা
- প্রয়োজনীয় পোশাক থাকা
- মাদরাসায় যাওয়া
- নিজের কাপড় পরিষ্কার করা

অধিকার	দায়িত্ব

গ | আরও কিছু করি

দলে 'শিশু-অধিকার' এবং 'দায়িত্ব' নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি কর।
পোস্টারের বাম পাশে অধিকারগুলো লেখ এবং ছবি আঁক। ডান পাশে দায়িত্বের উদাহরণ দাও ও ছবি আঁক।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।
পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কোনটি?
ক) খেলাধুলা করা খ) নিয়ম-কানুন মেনে চলা গ) পড়ালেখা করা ঘ) জন্ম নিবন্ধন করা

অধ্যায় ৪

সমাজের বিভিন্ন পেশা

১ যারা উৎপাদন করেন

সমাজে নানা ধরনের কাজ আছে। মানুষ যে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তাকে **পেশা** বলে। পেশাজীবীরা বিভিন্ন উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত, কেউ ফসল উৎপন্ন করেন আবার কেউ অন্যদের সেবা দান করেন।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। শহরেও অনেক মানুষ বাস করেন। গ্রাম ও শহরের পেশায় আছে নানান বৈচিত্র্য। গ্রামের বেশিরভাগ পেশাজীবী উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত।

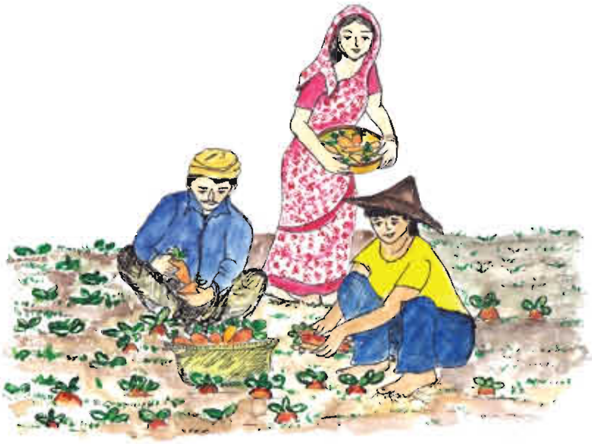

কৃষক সবজি চাষ করছেন

কৃষক

যারা কৃষিকাজ করেন তাদের আমরা কৃষক বলি। কৃষক ধান, পাট, বেগুন, টমেটো, মুলা, গাজরসহ নানারকম ফসল ও সবজি চাষ করেন। আমরা নানারকম খাদ্য খাই। এর সবই কৃষক উৎপাদন করেন।

জেলে

জেলে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, নদী ও সাগরে জাল দিয়ে মাছ ধরেন। জেলে মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। তাঁরা পুকুর বা বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ চাষ করেন।

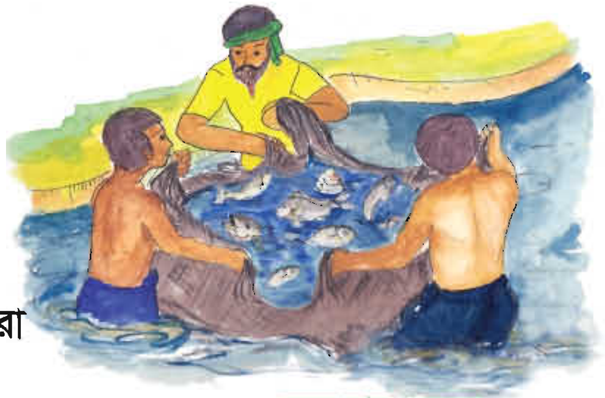

জেলে মাছ ধরছেন

ক| এসো বলি

১. পেশা বলতে কী বোঝ?
২. উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত দুটি পেশার নাম বল।
৩. তোমরা এই পাঠে কী কী ফসলের নাম জানলে?
৪. পাঠের বাইরে আরও কোন কোন ফসলের নাম জানো?
৫. কোথায় মাছ ধরা হয়?

খ| এসো লিখি

একজন কৃষক কী কী কাজ করেন?

মাটি খনন..

গ| আরও কিছু করি

নানারকম পেশাজীবীদের ভূমিকায় দলে অভিনয় করে দেখাও। অন্যরা বলবে কোন পেশার অভিনয় করা হলো।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক(√)চিহ্ন দাও।
জেলে কী কাজ করেন?
ক) মাছ ধরেন খ) কাপড় বুনেন গ) হাঁড়ি তৈরি করেন ঘ) পোশাক তৈরি করেন।

২ যারা তৈরি করেন

বিভিন্ন পেশায় মানুষ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে নানা জিনিস তৈরি করে থাকেন।

কুমার

কুমার **কাদামাটি** দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, কলস, টব ইত্যাদি তৈরি করেন। এগুলো আমরা ঘরের কাজে ব্যবহার করি।

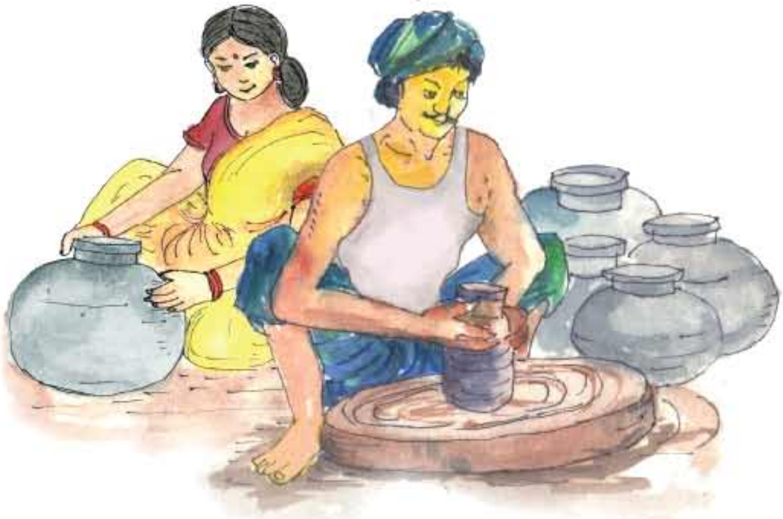

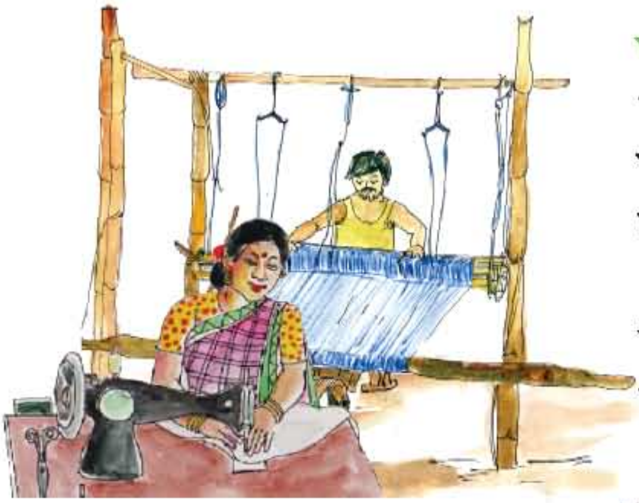

তাঁতি ও দর্জি

তাঁতি সুতি, রেশম ও পশমের সুতা দিয়ে **তাঁতে** কাপড় বুনেন। দর্জি কাপড় দিয়ে নানারকম পোশাক তৈরি করেন। আমরা এই সব পোশাক প্রতিদিন পরি। বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানে নতুন পোশাক পরে আনন্দ পাই।

রাজমিস্ত্রি

রাজমিস্ত্রি ইট, সিমেন্ট, বালু, লোহার রড ইত্যাদি দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করেন। গ্রাম ও শহর সব জায়গাতেই এই ধরনের ঘর-বাড়ি রয়েছে।

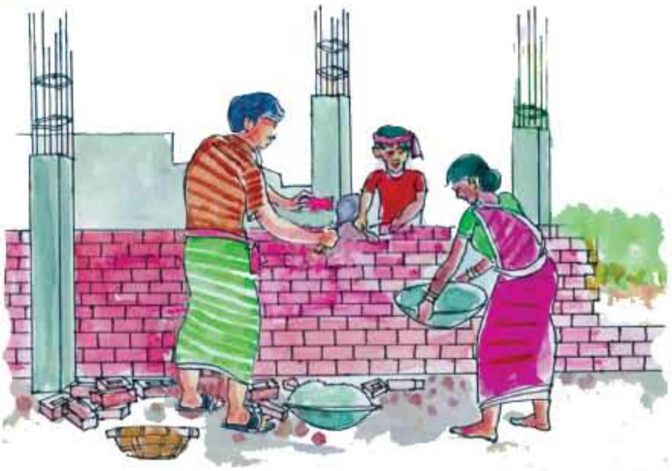

ক| এসো বলি

নিচের পেশাজীবীরা কী কী উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন?

কুমার .... ব্যবহার করেন।
তাঁতি .... ব্যবহার করেন।
দর্জি .... ব্যবহার করেন।
রাজমিস্ত্রি .... ব্যবহার করেন।

খ| এসো লিখি

১. যারা তৈরি করেন এরকম আরও কয়েকটি পেশার নাম লেখ।

....

....

২. এই সব পেশা থেকে একটি পেশা বেছে নাও এবং সংক্ষেপে তার কাজের বর্ণনা দাও।

....

....

গ| আরও কিছু করি

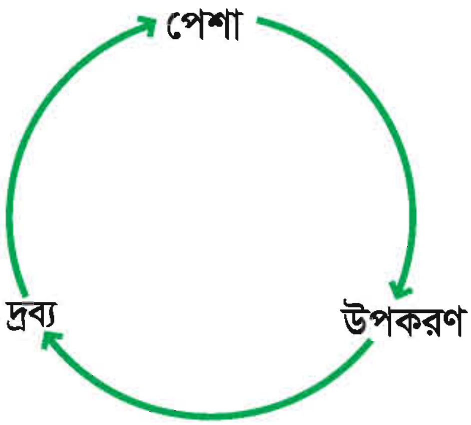

পাশের পৃষ্ঠা থেকে একটি পেশা বেছে নাও। চার্টটি খাতায় আঁক এবং পেশাজীবীর নাম, তিনি কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করেন ও কী তৈরি করেন তা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।
সব পেশার মানুষকে আমরা সম্মান করব কেন?

৩ যারা সেবা দেন

চালক

চালক বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, রিকশা প্রভৃতি চালান। যানবাহন চালিয়ে চালক আমাদেরকে যাতায়াতে সাহায্য করেন। তাঁরা যানবাহনের সাহায্যে নানা রকমের মালপত্র আনা-নেওয়া করেন।

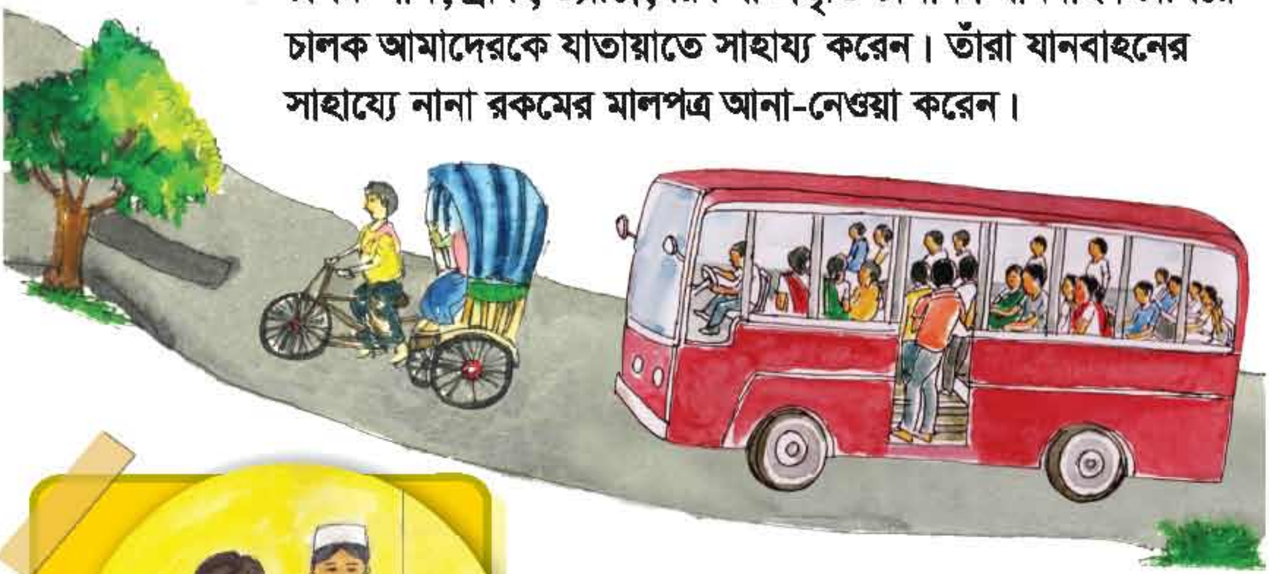

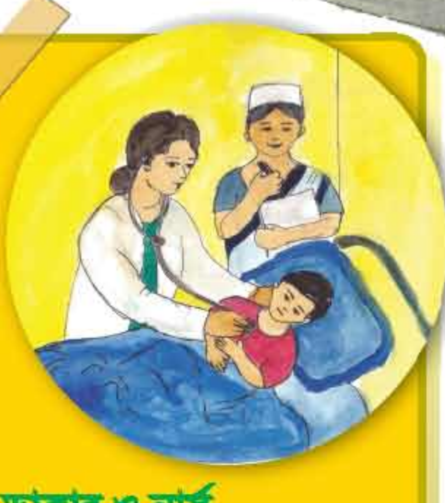

ডাক্তার ও নার্স

অসুস্থ হলে মানুষ ডাক্তারের কাছে যায়। অনেক সময় হাসপাতালে ভর্তিও হয়। ডাক্তার চিকিৎসা করেন। নার্স হাসপাতালে রোগীদের সেবা করেন। তাঁরা রোগীদের ঔষধ ও পথ্য খাওয়ান। নার্স ডাক্তারের কাজে সাহায্য করেন।

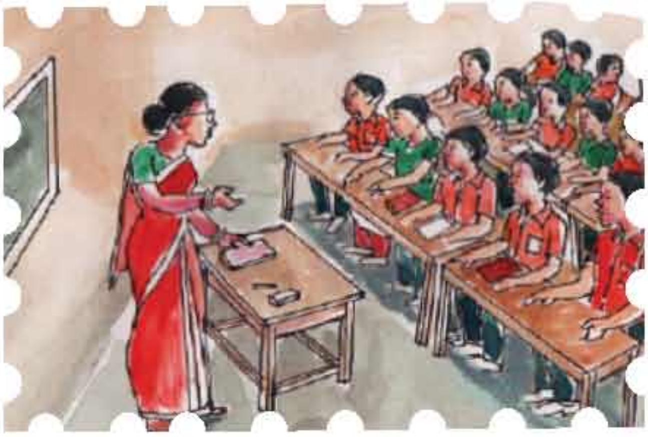

শিক্ষক

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাদরাসায় পড়ালেখা শেখান। তাঁরা খেলাধুলা, নাচ-গান, ছবি আঁকা ইত্যাদি বিষয় শিখতে সাহায্য করেন।

সমাজে প্রতিটি পেশাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ক| এসো বলি

প্রতিদিন তোমার আশপাশে কোন কোন পেশাজীবীকে কাজ করতে দেখা যায়? তাঁদের কাজ বর্ণনা কর।

খ| এসো লিখি

১. নিচের পেশাজীবীরা আমাদের কীভাবে সাহায্য করেন?

চালক ....

ডাক্তার ....

নার্স ....

শিক্ষক ....

২. নিচের তিনটি শিরোনামে বিভিন্ন পেশার নাম লেখ।

যারা উৎপাদন করেন	যারা তৈরি করেন	যারা সেবা দেন

গ| আরও কিছু করি

তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও? তোমার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দুটি বাক্য লেখ ও ছবি আঁক।

ঘ| যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক) মাটি দিয়ে হাঁড়ি, কলস তৈরি করেন	কৃষক।
খ) রোগীকে ঔষধ ও পথ্য খাওয়ান	কুমার।
গ) ফসল ও সবজি চাষ করেন	রাজমিস্ত্রি।
ঘ) ইট, সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন	নার্স।

অধ্যায় ৫

মানুষের গুণ

১ ভালো মানুষের গুণ

প্রত্যেক মানুষের কিছু গুণ থাকে। এই গুণগুলোর জন্যই মানুষ আলাদা। এখন আমরা মানুষের এই গুণগুলো সম্পর্কে জানব। একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক।

আজকে রাজুর প্রিয় শিক্ষক জালাল স্যারের বিদায় অনুষ্ঠান। তাই রাজু তার মাকে মাদরাসায় নিয়ে এসেছে।

প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে বললেন, “জালাল স্যার একজন সৎ ও ভালো মানুষ। তাঁর মতো মানুষই আমাদের প্রয়োজন।” রাজু মাকে প্রশ্ন করল, “ভালো মানুষের কী কী গুণ থাকে?”

মা বললেন, “ভালো মানুষ সবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন। কারও ক্ষতি না করে উপকার করেন। সত্যি কথা বলেন। বড়দের সম্মান করেন। ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসেন। নিয়ম মেনে চলেন। কোনো মানুষকে কথা দিলে তা রাখেন। ভালো মানুষকে সবাই পছন্দ করেন। যেমন তুমি তোমার জালাল স্যারকে পছন্দ কর। তুমিও যদি এই গুণগুলো অর্জন কর তাহলে অন্যরা তোমাকেও ভালো মানুষ বলবে, পছন্দ করবে।”

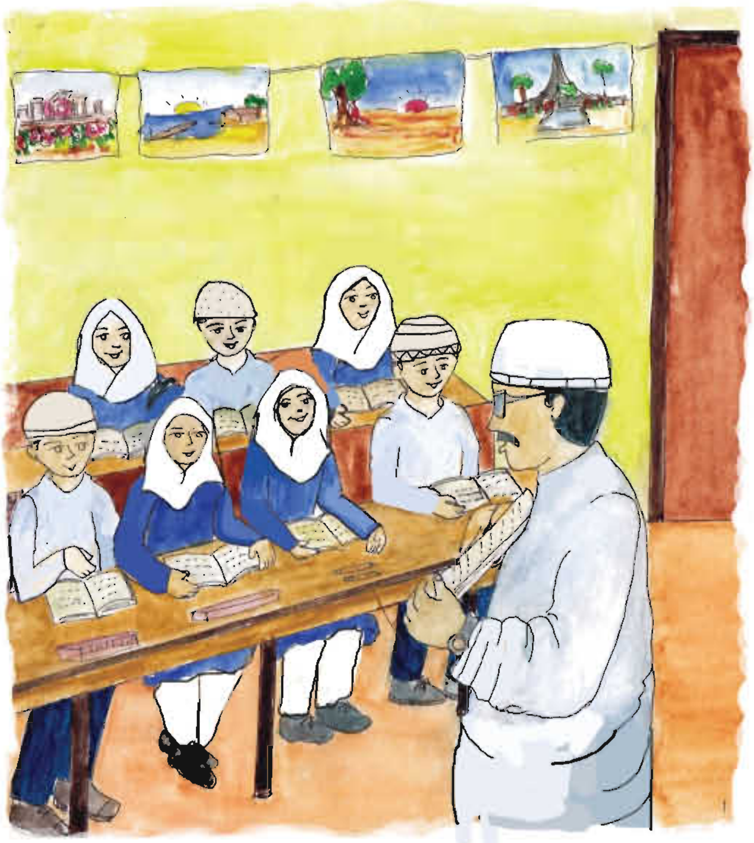

জালাল স্যার

ক | এসো বলি

আমাদের কার কী কী গুণ আছে? শিক্ষক বোর্ডে তার একটি তালিকা তৈরি করবেন।

খ | এসো লিখি

গল্পটি থেকে ভালো মানুষের গুণগুলো লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

ভালো মানুষের গুণের তালিকা	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

গ | আরও কিছু করি

তিনজনের একটি দলে ভালো ও মন্দ কাজের ভূমিকাভিনয় কর।
শ্রেণিকক্ষে একজন হঠাৎ পড়ে যাওয়ার অভিনয় করবে। তার বই-খাতা চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে। আরেকজন সহপাঠী তা দেখে হাসবে। তখন অন্য একজন সহপাঠী তাকে উঠতে সাহায্য করবে এবং তার বই-খাতা গুছিয়ে দেবে।

এই রকম আরও কিছু ঘটনা নিয়ে চিন্তা কর।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।
আমরা কেন ভালো মানুষ হব?

২ ভালো কাজ করা

আমরা বড়দের সম্মান করব, অন্যদের সাহায্য করব এবং সবাইকে সমান চোখে দেখব। এইগুলো ভালো কাজ। আমরা সত্য কথা বলব। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব। ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসব। নিয়ম মেনে চলব।

পাশে একটি ভালো কাজের ছবি দেখ।

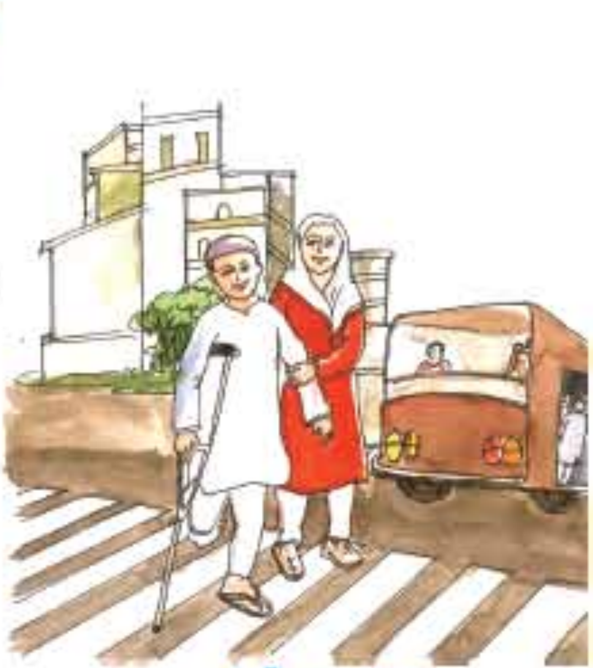

একটি ভালো কাজ

একজন ভালো মানুষ

একটি সত্যি ঘটনা

খবরের কাগজে একবার একটি খবর ছাপা হয়েছিল। একজন মানুষ ছিলেন অনেক গরিব। একদিন তিনি রাস্তায় চলতে গিয়ে টাকা-ভর্তি একটি ব্যাগ পান। সেই টাকা তিনি নিজে না নিয়ে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে জমা দেন। তাঁর এই ভালো কাজের কথা সবাই জানতে পারে। সকলে তাঁর প্রশংসা করেন এবং অনেকে তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

ক| এসো বলি

একজন বন্ধুর সাথে আলোচনা কর :
তুমি কেন ভালো কাজ কর ?
তুমি কেন খারাপ কাজ কর না ?

খ| এসো লিখি

চিন্তা কর তুমি এই সপ্তাহে কী কী কাজ করেছ। এরপর নিচের ছকে লেখ।

ভালো কাজ	মন্দ কাজ

গ| আরও কিছু করি

এখন একটি ভূমিকাভিনয় কর। এখানে তুমি সেই লোকটির সাক্ষাৎকার নেবে যিনি ব্যাগটি পুলিশকে দিয়েছেন। কাজটি জোড়ায় কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর মতো কিছু প্রশ্ন করতে পার :

- কেন লোকটি পুলিশকে ব্যাগটি দিয়েছেন ?
- তিনি এখন কেমন অনুভব করছেন ?
- ভালো কাজের জন্য তিনি কী পেলেন ?

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. ভালো মানুষকে সমাজের সকলেই..........................করে।
২. আমরা সবসময় বড়দের....................করব।
৩. প্রয়োজনে অন্যকে.................. করার চেষ্টা করব।

অধ্যায় ৬

সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন

১ পরিবারকে সাহায্য করা

আমরা পরিবারে বাস করি। পরিবারে মা, বাবা, ভাই, বোন থাকেন। কোনো কোনো পরিবারে দাদা, দাদি, চাচা, চাচি বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকেন।

পরিবারে আমরা সকলে একে অপরকে ভালোবাসি, স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি। পরিবারে নানা ধরনের কাজে আমরা সাহায্য করতে পারি। আমাদের বই, খাতা, কলম এবং ব্যাগ নিজেরা গুছিয়ে রাখব। নিজেদের পোশাক সুন্দর করে সাজিয়ে রাখব। আমাদের ছোট ভাই-বোনদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখব। মা-বাবার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করব।

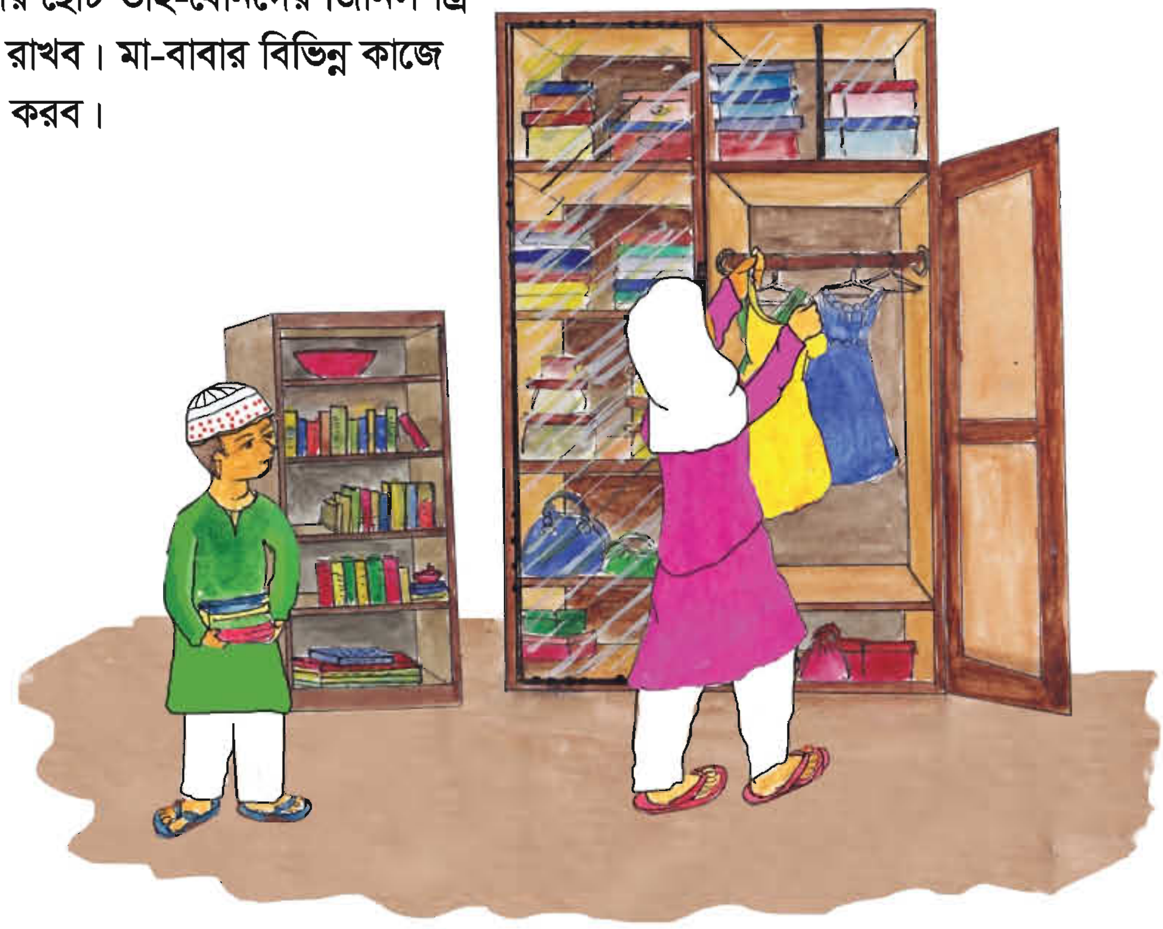

পরিবারের কাজে সাহায্য করা

ক | এসো বলি

পরিবারে কীভাবে একে অপরকে সহযোগিতা কর তা ছোট দলে আলোচনা কর। পরিবারে কার কী দায়িত্ব? শ্রেণিতে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

পরিবারে প্রতিদিনের কাজে কীভাবে আরেকজন সদস্যকে সাহায্য করা যায় তা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

এসো লিখি-তে যা লিখেছ তা আলোচনা কর এবং তুমি বাড়িতে করতে চাও এমন যে কোনো একটি কাজ ঠিক কর। কাজটি নিয়ে পরিবারে সবার সাথে আলোচনা কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

আমরা সবাই পরিবারে কী করব?

ক) পরস্পরের কাজে সাহায্য করব
খ) নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করব
গ) আনন্দে ঘুরে বেড়াবো
ঘ) সকলে যার যার মতো থাকব

২ বাড়িতে সাহায্য করা

আমরা বাড়িতে অনেক কাজ করতে পারি। আমরা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। খাবার ও পানি এনে খাবার টেবিলে রাখব। অপরিচ্ছন্ন স্থান পরিষ্কার করার কাজে সাহায্য করব। আঙিনায় গাছ লাগাব ও পানি দেব। আমরা সবাই বাড়ির কাজে পরস্পরকে সাহায্য করব। সুখী পরিবার গড়ে তুলব।

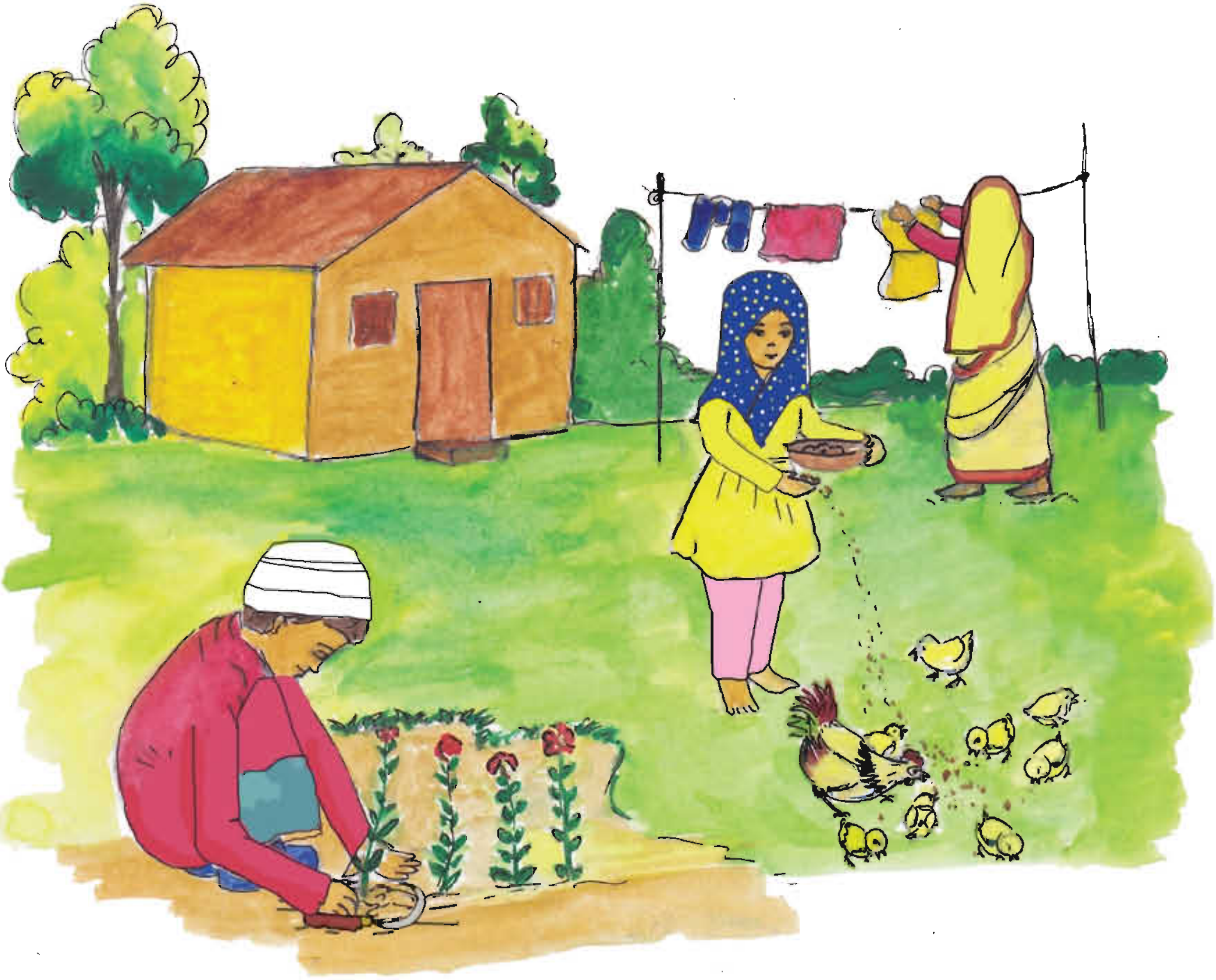

বাড়ির কাজে সাহায্য করা

ক | এসো বলি

বাড়িতে কোন কোন কাজে তোমরা সাহায্য কর? সবাই মিলে বল।
কাজগুলো শিক্ষক বোর্ডে তালিকা আকারে লিখবেন।

খ | এসো লিখি

নিচের ছকের কাজগুলো দেখ, তুমি কোন কোন কাজে সাহায্য কর তা উদাহরণ দিয়ে ছকটি পূরণ কর।

গুছিয়ে রাখা	খাবার টেবিলে সাহায্য করা	পরিষ্কার করা

গ | আরও কিছু করি

পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলে সপ্তাহের প্রতিদিন কী কী কাজ করবে তার তালিকা তৈরি কর।

রবিবার	সোমবার
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।
পরিবারের কাজে সাহায্য করা হলো-
ক) শখ খ) আনন্দ গ) কষ্ট ঘ) কর্তব্য

৩ মাদরাসায় সাহায্য করা

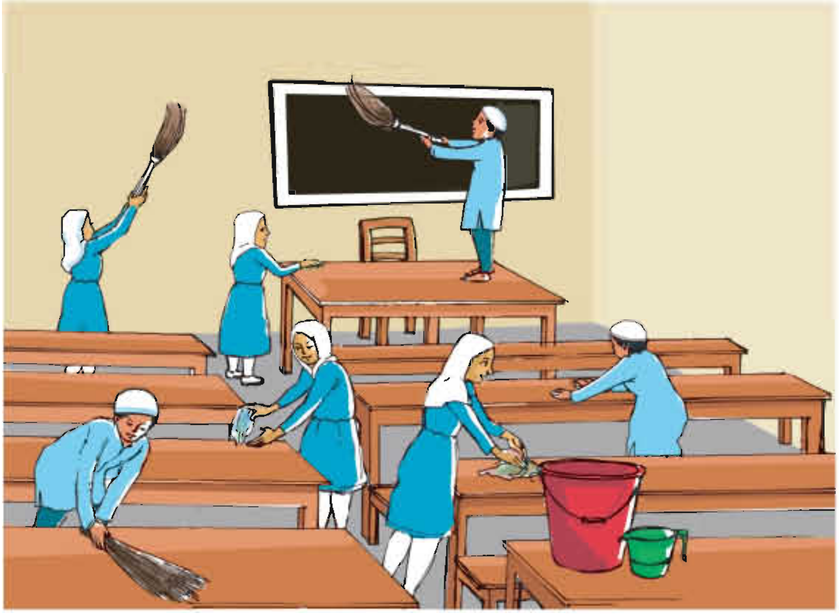

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা

আমরা মাদরাসায় পড়ালেখা করি। খেলাধুলা করি। পরিবারের মতো মাদরাসার উন্নয়নেও আমরা অনেক কাজ করতে পারি। আমরা শ্রেণিকক্ষের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখব। বোর্ড পরিষ্কার রাখব। শ্রেণিকক্ষে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলব না।

আর শ্রেণিকক্ষের বাইরে, মাদরাসার মাঠ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করব। বাগানে ফুলের গাছ লাগাব ও যত্ন নেব।

আমরা শ্রেণিতে মনোযোগী হব এবং শিক্ষককে সহযোগিতা করব। আমরা শ্রেণিকক্ষে হৈ চৈ করব না। মাদরাসার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার সাথে অংশগ্রহণ করব।

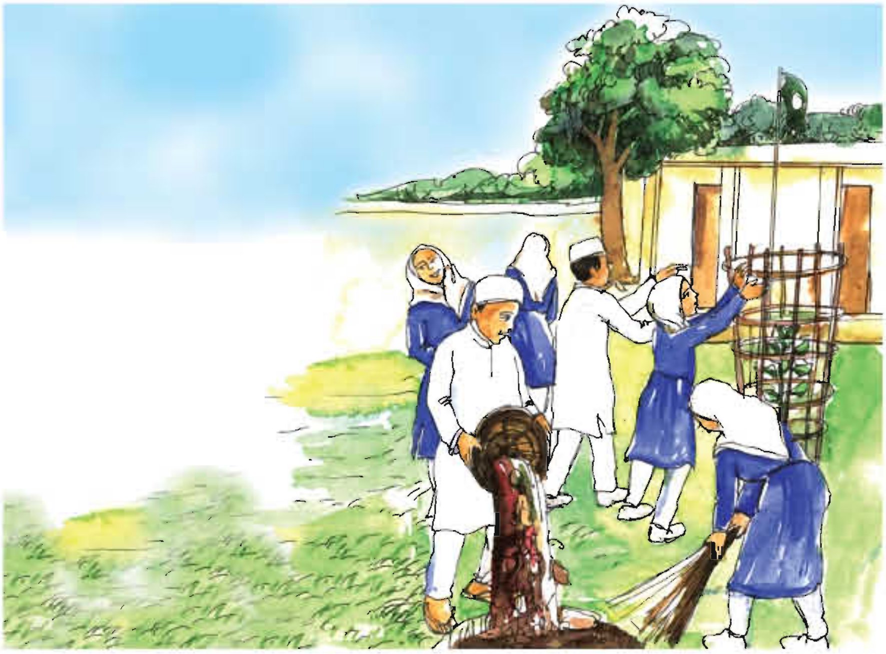

মাদরাসার মাঠ পরিষ্কার করা

ক | এসো বলি

মাদরাসায় উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেওয়ার অনেক উপায় আছে। শিক্ষকের সাহায্যে নিচের তিনটি শিরোনামে তালিকা তৈরি করে বল।

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে	শ্রেণিকক্ষের বাইরে	পাঠ চলাকালীন

আরও কোনো উন্নয়নমূলক কাজের কথা কী তোমার মনে আসছে?

খ | এসো লিখি

মাদরাসার জন্য প্রয়োজন এমন চারটি উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা তৈরি কর, কাজটি জোড়ায় কর।

গ | আরও কিছু করি

প্রতি সপ্তাহে মাদরাসায় কী ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়? ছোট দলে ৫ দিনের একটি পরিকল্পনা কর।

রবিবার.............................. সোমবার............................
মঙ্গলবার............................ বুধবার..............................
বৃহস্পতিবার.........................

প্রতিটি দলের সাথে পরিকল্পনা বিনিময় কর এবং শ্রেণিকক্ষের জন্য সবাই মিলে একটি পরিকল্পনা কর।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

মাদরাসায় যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে কীভাবে আমরা সবাইকে বিরত রাখতে পারি?

অধ্যায় ৭

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ

১ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ

মানুষ কীভাবে পরিবেশ দূষণ করছে তা নিচে ছবির মাধ্যমে দেখানো হলো।

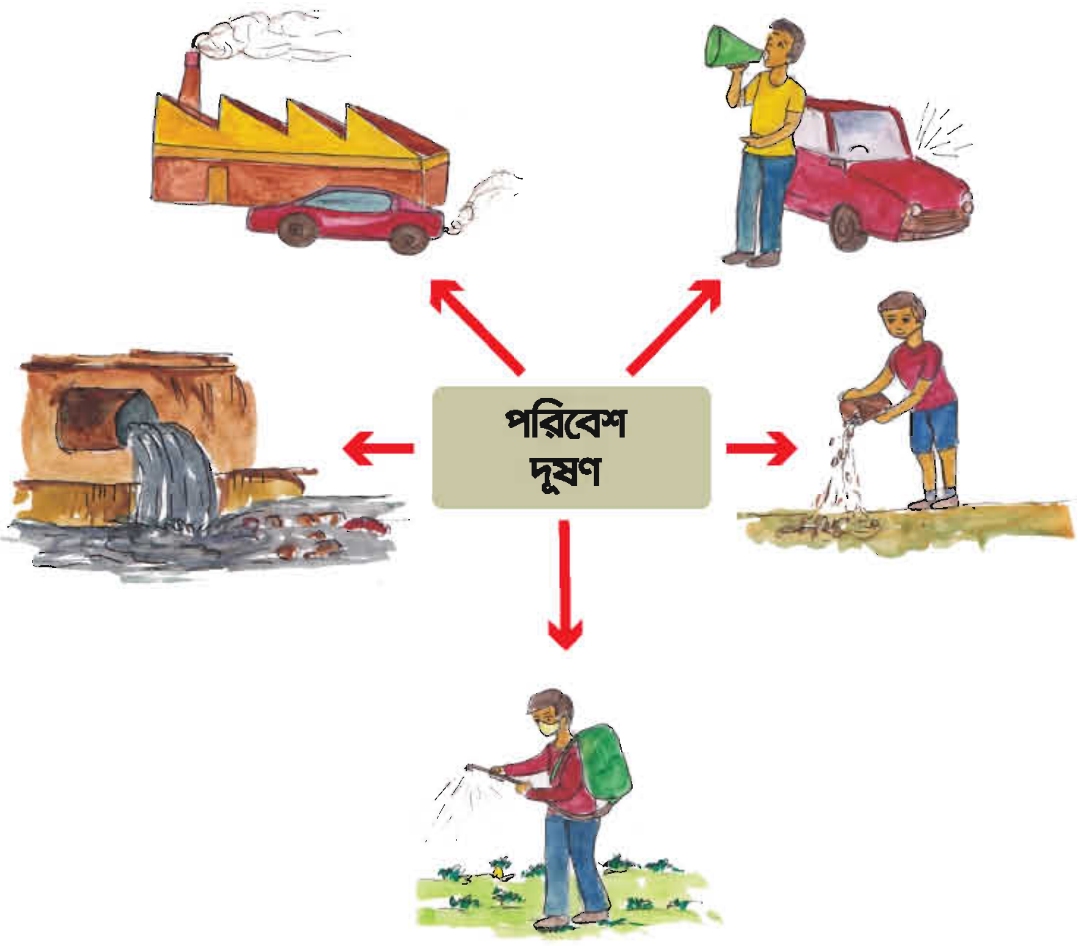

- ✓ বায়ুদূষণ
- ✓ মাটিদূষণ
- ✓ বর্জ্যদূষণ
- ✓ পানিদূষণ
- ✓ শব্দদূষণ

ক| এসো বলি

১. পাশের কোন ছবিতে কি দূষণ হচ্ছে বল।
২. বিভিন্ন ধরনের দূষণ নিয়ে দলে আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

ছবিতে কোনটি কোন ধরনের দূষণ তা দেখ এবং নিচের বাক্যগুলো লিখে সম্পূর্ণ কর।

বায়ুতে যে দূষণ.. ।
পানিতে যে দূষণ.. ।
মাটিতে যে দূষণ.. ।
রাস্তায় শব্দের ফলে যে দূষণ .... ।
রাস্তায় আবর্জনার ফলে যে দূষণ .... ।

গ| আরও কিছু করি

নিচের ছক অনুযায়ী খাতায় লেখ।

প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ	সামাজিক পরিবেশের দূষণ

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

কীভাবে আমরা রাস্তায় ময়লা আবর্জনা ফেলা থেকে সবাইকে বিরত রাখতে পারি?

২ পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল

আমরা এর আগে বিভিন্ন দূষণ সম্পর্কে জেনেছি, এখন দেখি এই দূষণের কারণ ও ফলাফল কী।

বায়ুদূষণ → দূষিত বাতাস আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফলে আমাদের রোগ হয়।

ধুলাবালি ও ধোঁয়ার ফলে বাতাস গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়ে যায়।

পানিদূষণ → দূষিত পানিতে মাছ মারা যায়। ডায়রিয়া ও জন্ডিসের মতো রোগ হয়। অপরিষ্কার পানিতে মশা মাছি জন্মায় ও রোগজীবাণু ছড়ায়।

ময়লা-আবর্জনা খাল, বিল, পুকুর বা নদীতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

মাটিদূষণ → জমিতে ফসল কম হয়। গাছপালা মারা যায়। মানুষ ও পশু-পাখির ক্ষতি হয়।

অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশক ব্যবহার করলে মাটিদূষণ হয়।

শব্দদূষণ → আমাদের শ্রবণের সমস্যা হয়। মাথা ব্যথা করে।

রাস্তাঘাটে বা যে কোনো জায়গায় জোরে শব্দ আমাদের ক্লান্ত করে ও বিরক্তির সৃষ্টি করে।

বর্জ্যদূষণ → আমাদের চারপাশের পরিবেশ নষ্ট করে।

যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেললে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং রোগজীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

ক | এসো বলি

১. পরিবেশ দূষণের ফলে পশু-পাখির কী ক্ষতি হয়?
২. পরিবেশ দূষণের ফলে গাছপালার কী ক্ষতি হয়?
৩. পরিবেশ দূষণের ফলে কী ধরনের রোগ হতে পারে?
৪. মানুষের কোন কোন অভ্যাসের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে?

খ | এসো লিখি

পরিবেশ দূষণের ফলাফল লেখ।

পানি	মাটি	বায়ু	শব্দ

গ | আরও কিছু করি

পাঠে উল্লিখিত দূষণ ছাড়াও তুমি আর কী কী দূষণ দেখতে পাও। তা নিচের ছক অনুযায়ী খাতায় লেখ।

ক্রমিক	দূষণ	প্রভাব

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

আমরা পরিবেশ কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি?

৩ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আমরা জেনেছি। আমাদের এই দূষণ রোধে কাজ করা উচিত।

যেখানে-সেখানে থুথু, কফ ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়।

সবাই মিলে বাড়ি, রাস্তাঘাট ও খেলার মাঠ পরিষ্কার রাখা উচিত।

পুকুর, নদী, খাল বা যেকোনো জায়গায় ময়লা – আবর্জনা ফেলা উচিত নয়। সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা – আবর্জনা ফেলা উচিত।

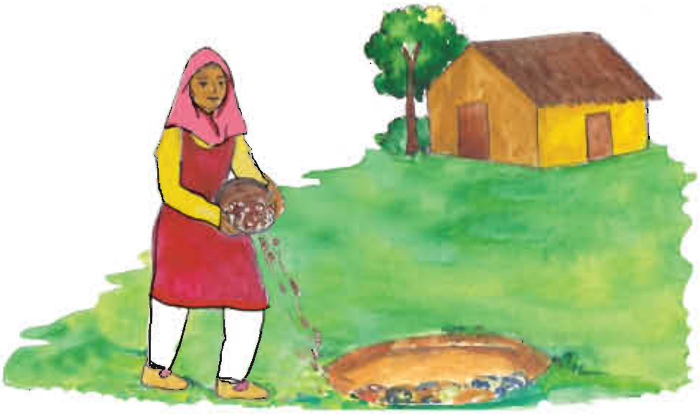

ময়লা–আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা

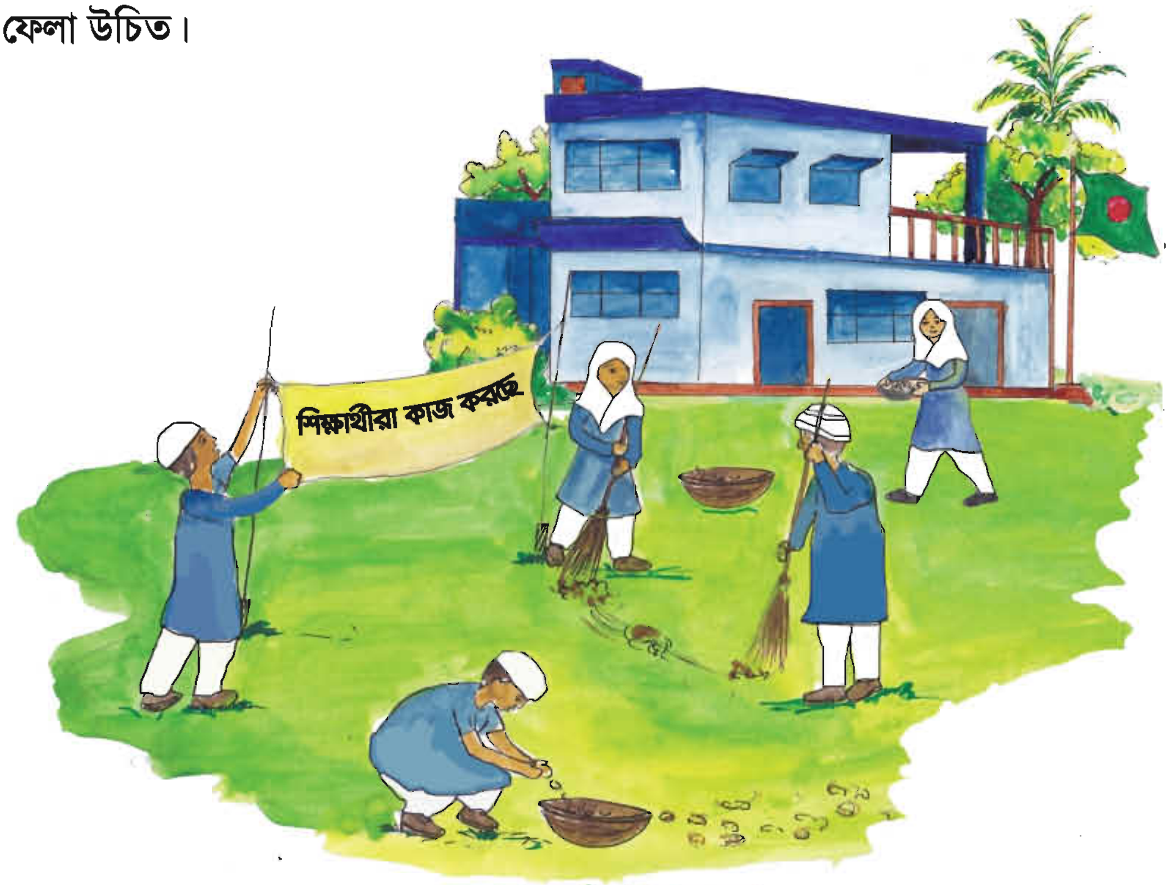

মাদরাসার মাঠ পরিষ্কার করা

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর, নিচের পরিবেশগুলোর দূষণ রোধ করতে হলে আমরা কী কী করতে পারি :

- মাদরাসায়
- নিজ এলাকায়
- বাড়িতে

খ| এসো লিখি

ছোট দলে ভাগ হয়ে মাদরাসাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কিছু নিয়ম লেখ। তোমার লেখাটি নানান ছবি এঁকে সাজাও।

গ| আরও কিছু করি

তোমার মাদরাসা ও তার আশপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার করার জন্য একটি দিন বেছে নাও। কী কী করা দরকার তার একটি পরিকল্পনা কর। পরিষ্কার করার জন্য আলাদা পোশাক পরে নাও এবং একটি বোর্ডে লিখে দিতে পার যে **শিক্ষার্থীরা কাজ করছে,** এতে অন্যরা সচেতন হবে। ছবি তুলে রাখ যেন তা রেকর্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ঘ| যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।

সুস্থ পরিবেশ	নদী, পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে।
কৃষি জমির কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে	আবর্জনা ফেলব না।
বাড়ি বা মাদরাসার আশপাশে আবর্জনা বা অপরিষ্কার ডোবা থাকলে	মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন সুন্দর করে।
পুকুর, নদী, খাল বা যেকোনো জায়গায় ময়লা	মশা মাছি হয়।

অধ্যায় ৮

মহাদেশ ও মহাসাগর

১ মহাদেশ

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। এটি দেখতে গোলাকার, তবে উপরে ও নিচে কিছুটা চাপা। পৃথিবীর উপরিভাগে আছে স্থলভাগ ও জলভাগ। স্থলভাগ সমভূমি, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। জলভাগ নদী, সাগর ও মহাসাগর নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ হলো স্থলভাগ। বাকি তিন ভাগ পানি।

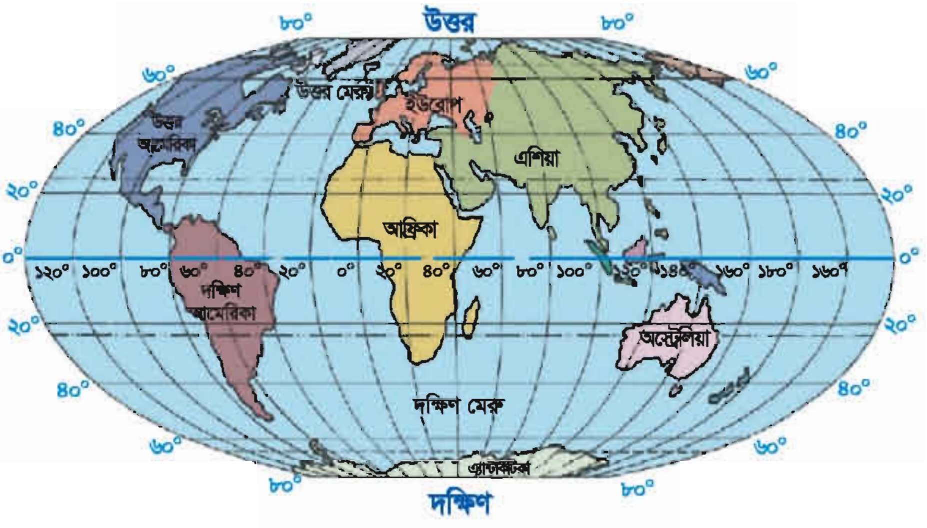
উত্তর
৮০°
৮০°
৬০°
৬০°
উত্তর মেরু
ইউরোপ
উত্তর আমেরিকা
এশিয়া
৪০°
৪০°
২০°
২০°
আফ্রিকা
০°
০°
১২০° ১০০° ৮০° ৬০° ৪০° ২০° ০° ২০° ৪০° ৬০° ৮০° ১০০° ১২০° ১৪০° ১৬০° ১৮০° ১৬০°
দক্ষিণ আমেরিকা
অস্ট্রেলিয়া
২০°
২০°
৪০°
৪০°
দক্ষিণ মেরু
৬০°
৬০°
এ্যান্টার্কটিকা
৮০°
৮০°
দক্ষিণ

বিশ্ব মানচিত্রে মহাদেশ

পৃথিবীর স্থলভাগকে সাতটি মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে। নিচে মহাদেশগুলোর নাম পড় ও মানচিত্রে খুঁজে বের কর। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ হলো এশিয়া। সবচেয়ে ছোট মহাদেশ হলো অস্ট্রেলিয়া।

প্রতিটি মহাদেশে রয়েছে বিভিন্ন দেশ।

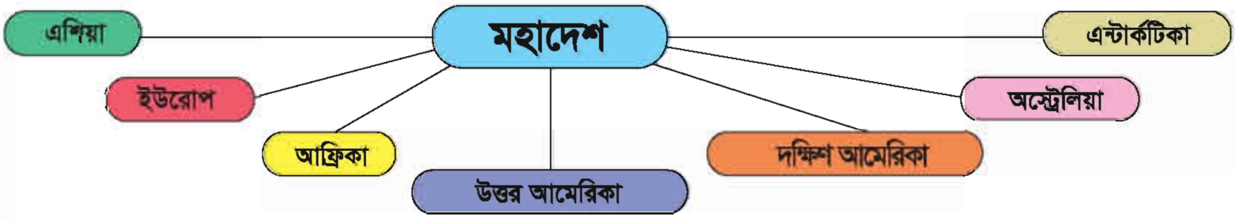
মহাদেশ
এশিয়া
ইউরোপ
আফ্রিকা
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
অস্ট্রেলিয়া
এন্টার্কটিকা

ক| এসো বলি

পৃথিবীর কোন কোন মহাদেশ ও প্রাণী সম্পর্কে তুমি জানো? শ্রেণিতে সবার সাথে আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

মহাদেশগুলোর নাম অক্ষরের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লেখ।

গ| আরও কিছু করি

কোন প্রাণী কোন মহাদেশে বাস করে? ছবি দেখে মহাদেশের সাথে মিলাও।

ক্যাঙ্গারু

পেঙ্গুইন

পান্ডা

জিরাফ

এশিয়া	এন্টার্কটিকা	আফ্রিকা	অস্ট্রেলিয়া

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

পৃথিবীর কত ভাগ পানি?

ক) চার ভাগের এক ভাগ
খ) চার ভাগের তিন ভাগ
গ) পাঁচ ভাগের তিন ভাগ
ঘ) পাঁচ ভাগের এক ভাগ

২ মহাসাগর

সাগরের চেয়ে বড় লবণাক্ত বিশাল জলরাশিকে মহাসাগর বলে। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর আছে। এগুলো হলো :

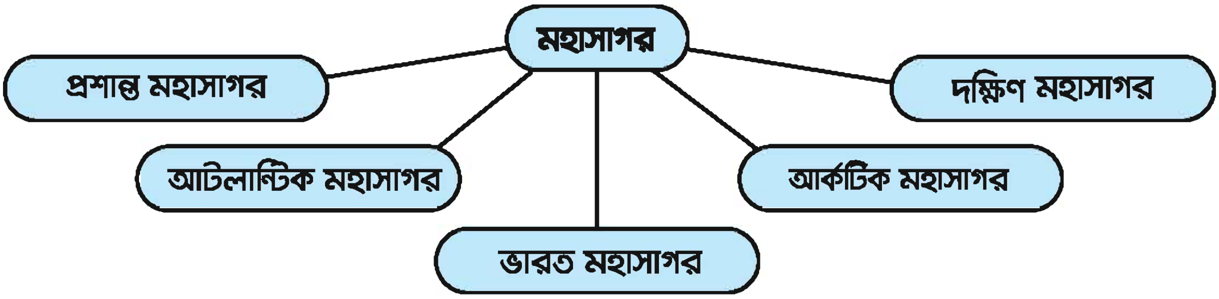
মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
আর্কটিক মহাসাগর
দক্ষিণ মহাসাগর

প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড় ও আর্কটিক সবচেয়ে ছোট মহাসাগর।

মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগর দেখানো হলো। মানচিত্রে চারটি দিক লক্ষ কর- উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম।

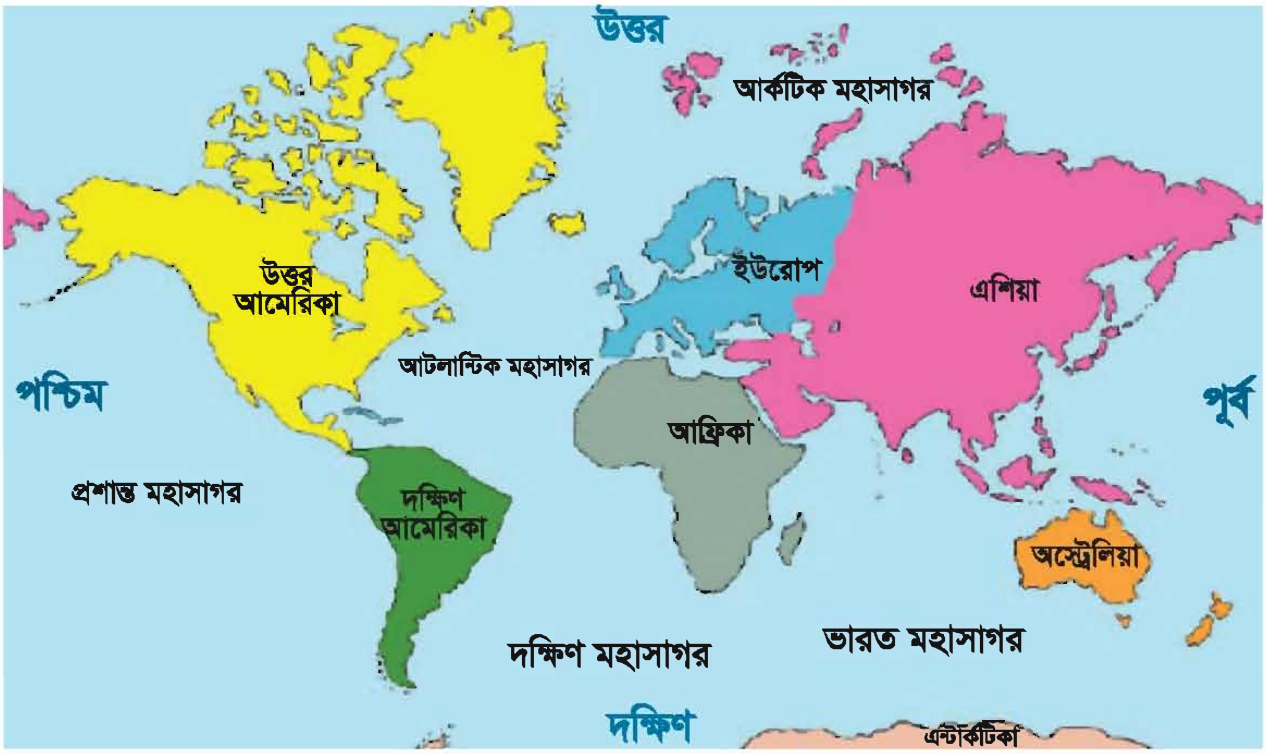
উত্তর
আর্কটিক মহাসাগর
উত্তর আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আটলান্টিক মহাসাগর
পশ্চিম
পূর্ব
আফ্রিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
দক্ষিণ আমেরিকা
অস্ট্রেলিয়া
দক্ষিণ মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
দক্ষিণ
এন্টার্কটিকা

বিশ্ব মানচিত্রে মহাসাগর

ক | এসো বলি

জোড়ায় উত্তরগুলো দাও।

- এশিয়ার উত্তরে যে মহাসাগর
- এশিয়ার দক্ষিণে যে মহাসাগর
- এশিয়ার নিকটবর্তী মহাদেশ
- বিশাল জলরাশিকে বলা হয়
- দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে যে মহাসাগর

খ | এসো লিখি

নিচে দেওয়া তালিকা থেকে মহাদেশ ও মহাসাগরের নামের দুটি পৃথক তালিকা তৈরি কর।

এন্টার্কটিকা　　প্রশান্ত　　অস্ট্রেলিয়া　　ভারত　　আটলান্টিক

গ | আরও কিছু করি

তোমরা কি শ্বেত ভালুকের নাম শুনেছ? শ্বেত ভালুক উত্তর মেরুর আর্কটিক মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস করে। বরফের চাইয়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি শ্বেত ভালুকের ছবি আঁক

ঘ | যাচাই করি

বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক. পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ	বিভিন্ন দেশ
খ. সবচেয়ে ছোট মহাদেশ	স্থলভাগ
গ. মহাদেশের সংখ্যা	মহাসাগর
ঘ. বিশাল জলরাশিকে বলা হয়	সাত
ঙ. মহাদেশে রয়েছে	অস্ট্রেলিয়া

৩ মানচিত্রে বাংলাদেশ

মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের নিচের দিকে আমরা সবুজ রঙের একটি ছোট দেশ দেখতে পাচ্ছি। দেশটি হলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

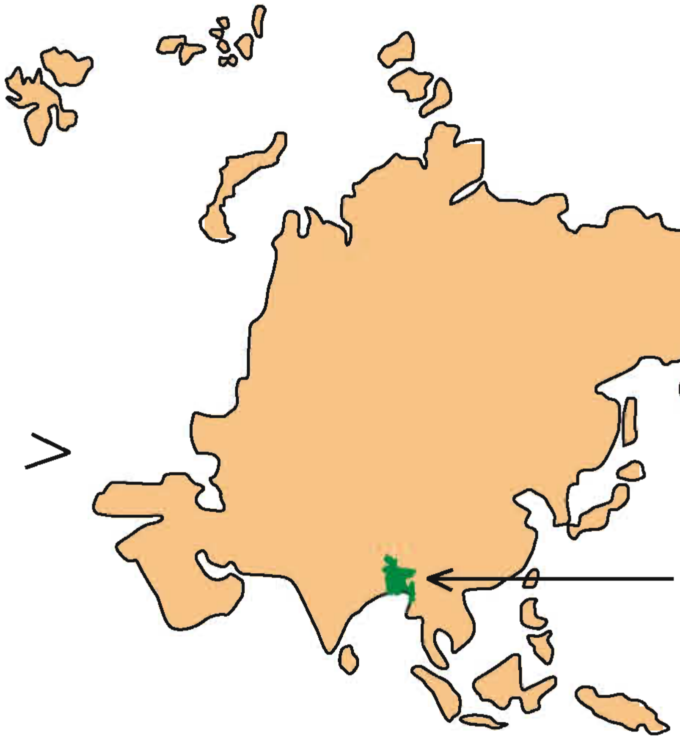

এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান

আমাদের দেশটিকে আমরা সবুজ রঙ করেছি। আমাদের দেশ সবুজ শ্যামল। আমাদের জাতীয় পতাকা লাল-সবুজ রঙের।

আমাদের জাতীয় পতাকা আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ঃ৬।

লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে।

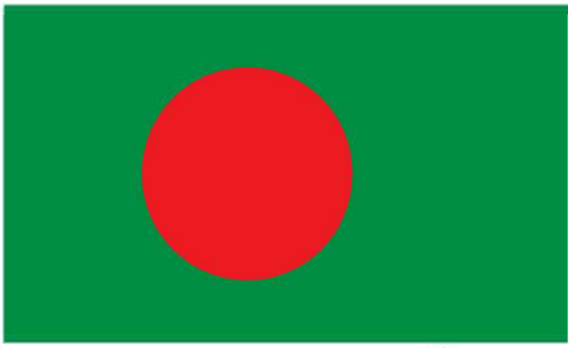

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

ক| এসো বলি

১. বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত ?
২. ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠার মানচিত্রটি লক্ষ কর ও বল মানচিত্রের পশ্চিম দিকে কোন দুটি মহাদেশ অবস্থিত ?
৩. মানচিত্রের দক্ষিণে কোন দুটি মহাদেশ অবস্থিত ?
৪. মানচিত্রের পূর্ব দিকে কোন দুটি মহাদেশ অবস্থিত ?
৫. বাংলাদেশের দক্ষিণে কোন মহাসাগর অবস্থিত ?

খ| এসো লিখি

মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগরের নাম লেখ ।

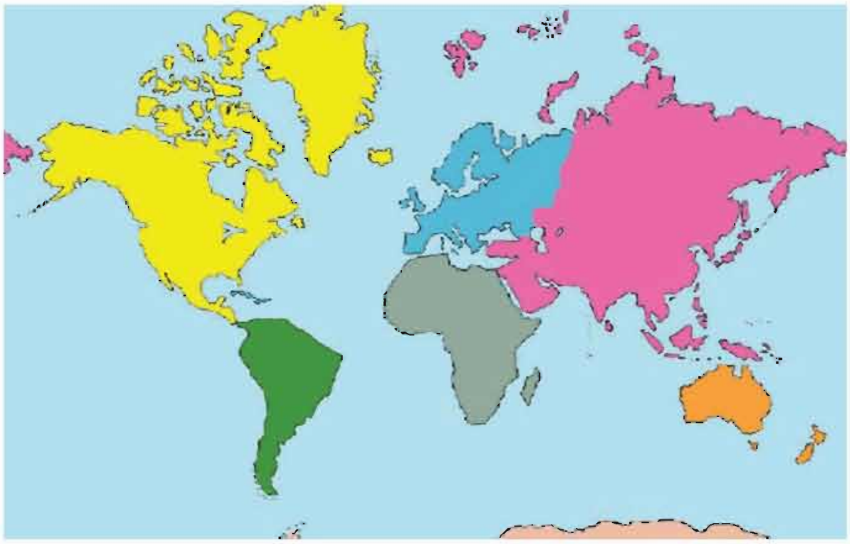

গ| আরও কিছু করি

পাঠে দেওয়া পরিমাপ অনুযায়ী আমাদের জাতীয় পতাকা আঁক ।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও ।
বাংলাদেশ কোন মহাদেশের কোনদিকে অবস্থিত ?

অধ্যায় ৯

আমাদের বাংলাদেশ

১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

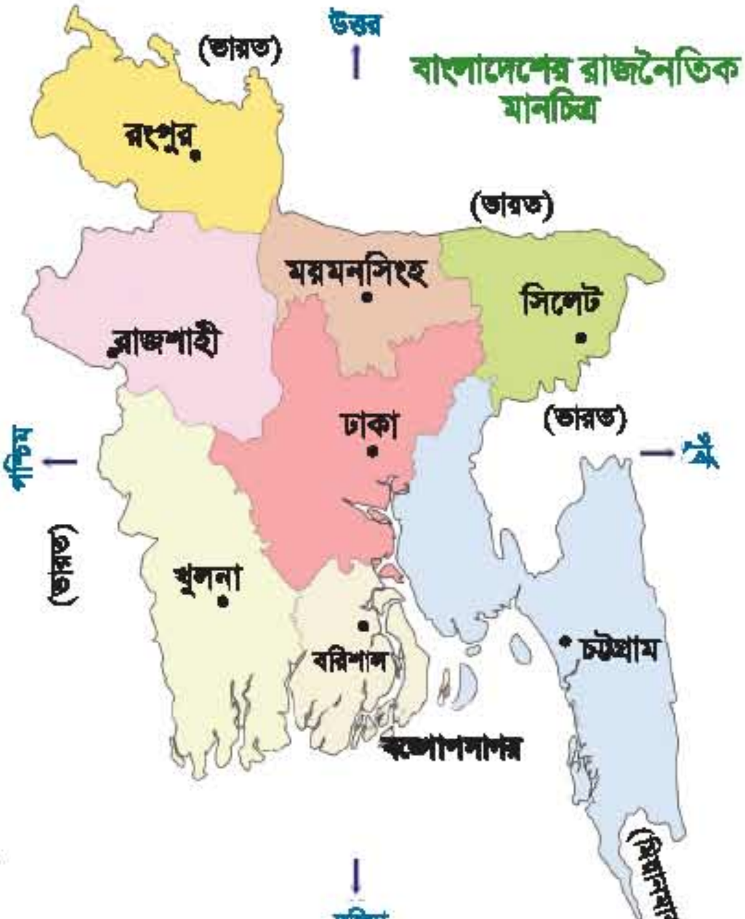
উত্তর
(ভারত)
বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র
রংপুর
(ভারত)
ময়মনসিংহ
সিলেট
রাজশাহী
ঢাকা
(ভারত)
পশ্চিম
পূর্ব
(ভারত)
খুলনা
বরিশাল
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর
(মিয়ানমার)
দক্ষিণ

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। চলো আমরা পাশের মানচিত্রে দেখি বাংলাদেশের সীমানা ও প্রতিবেশী দেশগুলো।

এই ধরনের মানচিত্রকে **রাজনৈতিক মানচিত্র** বলে।

প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগকে বিভাগ বলে। মানচিত্রে বিভাগগুলোর নাম পড়। এগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। আয়তনে সবচেয়ে বড় চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সবচেয়ে ছোট ময়মনসিংহ বিভাগ

প্রতিটি বিভাগে একটি করে বিভাগীয় শহর আছে।

ঢাকা একইসাথে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর। এটি দেশের মাঝখানে অবস্থিত। এটি একটি পুরাতন শহর। প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে ঢাকা শহর গড়ে উঠে।

ক| এসো বলি

- তুমি কোন বিভাগে বাস কর? শিক্ষকের সহায়তায় সবাই মিলে মানচিত্রে তোমাদের বিভাগের অবস্থান চিহ্নিত কর।
- তোমার বিভাগের সীমানার সাথে আর কোন কোন বিভাগ আছে?

খ| এসো লিখি

নিচের ছকে বাংলাদেশের আশপাশের দেশের নাম ও সাগরের নাম লেখ।

দিক	দেশ/ সাগর
পূর্ব	
পশ্চিম	
উত্তর	
দক্ষিণ	

গ| আরও কিছু করি

ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁক-

- একটি পাতলা কাগজ বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর রাখ। চারপাশ আলপিন বা ক্লিপ দিয়ে আটকে দাও।
- কাগজের নিচে মানচিত্রের রেখাগুলো লক্ষ কর। এবার পেনসিল দিয়ে মানচিত্রের চারদিকের রেখা আঁক।
- আলপিন/ক্লিপ খুলে কাগজটি তুলে ফেল এবং মানচিত্রে বিভাগগুলোর নাম লেখ।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র

যে মানচিত্রে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী দেখানো হয় তাকে **প্রাকৃতিক** মানচিত্র বলে।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এর অধিকাংশ স্থান সমতল।

সমতল ভূমি গাঢ় সবুজ রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। পাহাড়ি এলাকাগুলো নানা রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। হালকা সবুজ দিয়ে নিচু পাহাড়ি এলাকা এবং কমলা রং দিয়ে উঁচু পাহাড়ি এলাকা বোঝানো হয়েছে।

পাশের মানচিত্র থেকে নিচু পাহাড়ি এলাকাগুলোর নাম পড়।

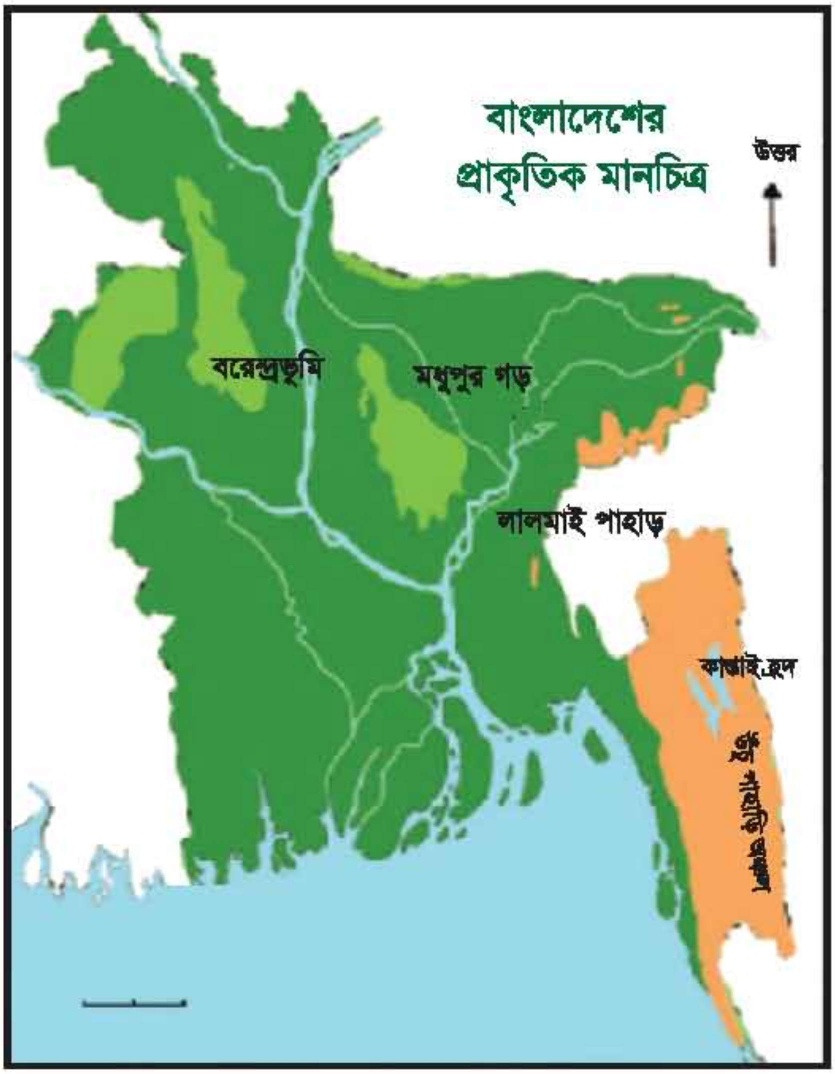
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র
উত্তর
বরেন্দ্রভূমি
মধুপুর গড়
লালমাই পাহাড়
কাপ্তাই হ্রদ
উঁচু পাহাড়ি এলাকা

খনিজ সম্পদ

আমাদের দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস। এই গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আরও নানা ধরনের খনিজ সম্পদ আছে। এগুলো হলো কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা, কঠিন শিলা ইত্যাদি।

ক | এসো বলি

৫০ ও ৫২ নম্বর পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের দুটি মানচিত্র আছে। মানচিত্র দুটি তুলনা কর এবং শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- পাশের মানচিত্রে কমলা রং দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি পাহাড় আছে?
- মানচিত্রে হালকা সবুজ রং দিয়ে নিচু পাহাড়ি এলাকা বোঝানো হয়েছে। কোন বিভাগে নিচু পাহাড় বেশি?
- মানচিত্রে গাঢ় সবুজ রং দিয়ে সমতল ভূমি বোঝানো হয়েছে। কোন বিভাগে কোনো পাহাড় বা নিচু পাহাড় নেই?

খ | এসো লিখি

নিচের টেবিলে বাংলাদেশের নিচু পাহাড়ি এলাকাগুলো কোন কোন বিভাগে অবস্থিত লেখ।

নিচু পাহাড়ি এলাকা	বিভাগ
বরেন্দ্রভূমি	
মধুপুর গড়	
লালমাই	

গ | আরও কিছু করি

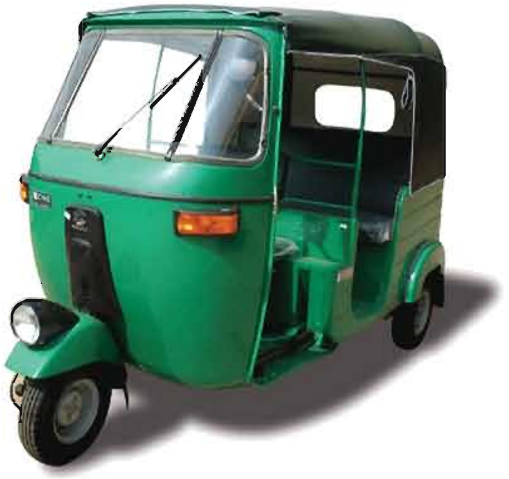

পাশের চিত্রটি দেখ। তোমরা কি রাস্তায় কখনো এ ধরনের যান দেখেছ? এটি প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে চলে। পাশের ছবিটি দেখে খাতায় আঁক ও নাম লেখ।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?

৩ বাংলাদেশের নদী

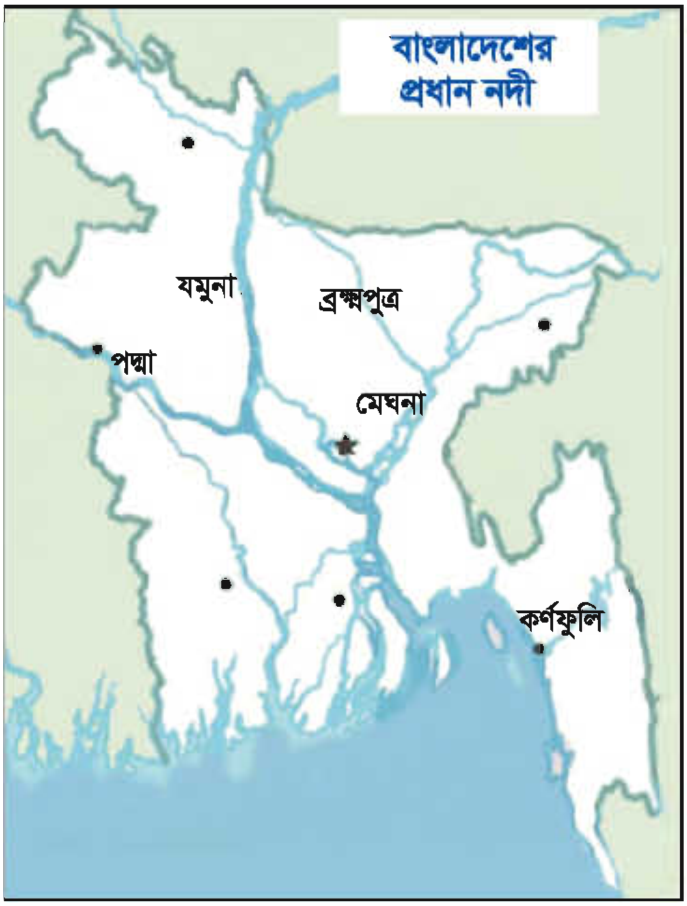

আমাদের দেশে অসংখ্য নদী আছে। কোনটি বড় নদী। আবার কোনটি ছোট নদী। এ নদীগুলো সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। নদীগুলো বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়ে ঢালুর দিকে বয়ে গেছে। এই নদীগুলো একটি অন্যটির সাথে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অসংখ্য নদী আছে বলেই এ দেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।

পাশের মানচিত্র থেকে পাঁচটি বড় নদীর নাম পড়।

এই নদীগুলো বন্যার সময় পলিমাটি বহন করে নিয়ে আসে। পলিমাটি এক ধরনের কাঁদা। পলিমাটির কারণে আমাদের দেশের মাটি অনেক উর্বর।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশে যেমন অনেক নদী আছে, তেমনি আছে অসংখ্য খাল, বিল, পুকুর, হাওর ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক ঋতুতে আমাদের জমিগুলো পানি পেয়ে থাকে। কৃষিকাজে জমিতে পানি দেওয়াকে **সেচ** বলে। আমাদের জলাভূমিতে প্রচুর মাছও পাওয়া যায়, যা আমাদের অন্যতম একটি প্রধান খাবার। দেশের দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে চিংড়ি চাষ হয়। চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করে দেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। আমরা নদীগুলোকে যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার করে থাকি।

ক| এসো বলি

৫০ নম্বর পৃষ্ঠার মানচিত্রটি আবার দেখ এবং উত্তর দাও।

১. মানচিত্রে বিভাগীয় শহরগুলোতে বিভিন্ন রং দেওয়া আছে। এই শহরগুলোর নাম কী?

২. বাংলাদেশের কোন তিনটি বিভাগ সমুদ্র সীমানার পাশ দিয়ে আছে?

৩. কোন বিভাগের সমুদ্র উপকূল দীর্ঘতম?

খ| এসো লিখি

অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী প্রধান পাঁচটি নদীর নাম লেখ।

গ| আরও কিছু করি

বাংলাদেশের পানি সম্পদের তিনটি ব্যবহার দেখিয়ে একটি পোস্টার তৈরি কর। ছবি এঁকে উদাহরণ দাও।

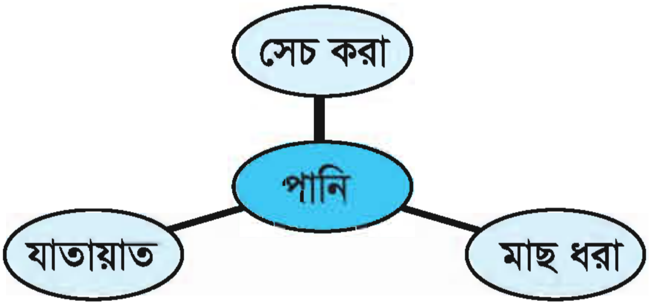

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

নিচের কোনটি পানির উৎস নয়?

ক) জলাভূমি　খ) পুকুর　গ) জাল　ঘ) নদী

৪ বাংলাদেশের কৃষি ও বন

কৃষিজ সম্পদ

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ হলো ধান, পাট এবং চা। দেশের সব অঞ্চলেই ধান জন্মে। পাট ও চা **অর্থকরী ফসল**। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এছাড়াও আমাদের দেশে গম, সরিষা এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশে খুব বেশি বনজ সম্পদ নেই। তাই আমাদের যা আছে তা আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। বাংলাদেশে মূলত তিন ধরনের এলাকায় বনভূমি আছে।

প্রথম এলাকাটি হলো পাহাড়ি বনভূমি। পাহাড়ি বনভূমি দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছ, বাঁশ ও বেত জন্মে। পাহাড়ি বনে হাতি, বানর ও বন্য শূয়োর আছে।

দ্বিতীয় এলাকাটি হলো শালবন। শালবন দেশের মধুপুর, ভাওয়াল ও বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। শালকাঠ ঘর ও বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শাল ছাড়াও এখানে অন্যান্য কাঠ ও ফলের গাছ আছে।

তৃতীয় এলাকাটি হলো সুন্দরবন। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণে খুলনা বিভাগে অবস্থিত। এখানে সুন্দরি, গেওয়া, গোলপাতা, কেওড়া ইত্যাদি জন্মে। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত **রয়েল বেঙ্গল টাইগার** বাস করে।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

ক | এসো বলি

১. ধান কেন সব জায়গায় জন্মে ?
২. অর্থকরী ফসল বলতে কী বোঝায় ?
৩. কয়েক ধরনের ডালের নাম বল ।

খ | এসো লিখি

প্রথম সারিতে বনভূমিগুলোতে যে ধরনের গাছ পাওয়া যায় তার নাম ও দ্বিতীয় সারিতে যে ধরনের প্রাণী দেখা যায় তাদের নাম লেখ ।
কাজটি জোড়ায় কর ।

পাহাড়ি বনভূমি	সুন্দরবন

গ | আরও কিছু করি

গাছের তিনটি ব্যবহার লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর । ছবিও আঁকতে পার ।

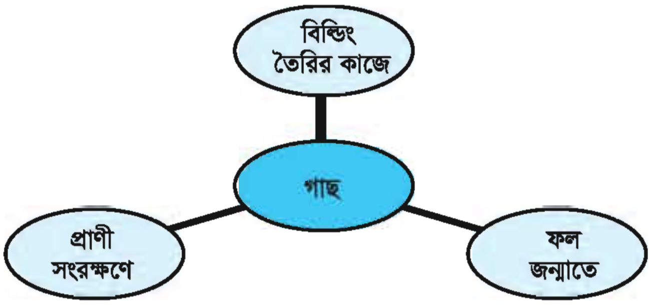

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর ।

১. পাট ....কাজে ব্যবহৃত হয় ।
২. মসলা .... কাজে ব্যবহৃত হয় ।

অধ্যায় ১০

আমাদের জাতির পিতা

১ বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ও সংগ্রামী জীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম খোকা। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম সায়েরা খাতুন।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় ৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দুই বছর পর তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে। এরপর কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ এবং বিএ পাস করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁকে বহুবার কারাবন্দি হতে হয়। কিন্তু আন্দোলন সংগ্রামে তিনি ছিলেন অবিচল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৬৬ সালে তিনি পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির সনদ ছয় দফা পেশ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানের সরকার গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি।

ক| এসো বলি

১. বঙ্গাবন্ধু কবে জন্মগ্রহণ করেন?
২. কত বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়?
৩. তিনি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন?
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কোন বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলেন?
৫. কত সালে ৬ দফা পেশ করা হয়?

খ| এসো লিখি

সনের পাশে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লেখ।

১৯২০	
১৯২৭	
১৯২৯	
১৯৬৬	
১৯৭০	

গ| আরও কিছু করি

বঙ্গাবন্ধুর শিক্ষাজীবন নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

বঙ্গাবন্ধু কোথায় মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন?

ক) গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে　　খ) কলকাতা মিশন হাই স্কুলে
গ) ফরিদপুর মিশন হাই স্কুলে　　ঘ) ঢাকা মিশন হাই স্কুলে

২ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ঐতিহাসিক এক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। এরপর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানেই জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস ধরে এ যুদ্ধ চলে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তিনি আমাদের জাতির পিতা।

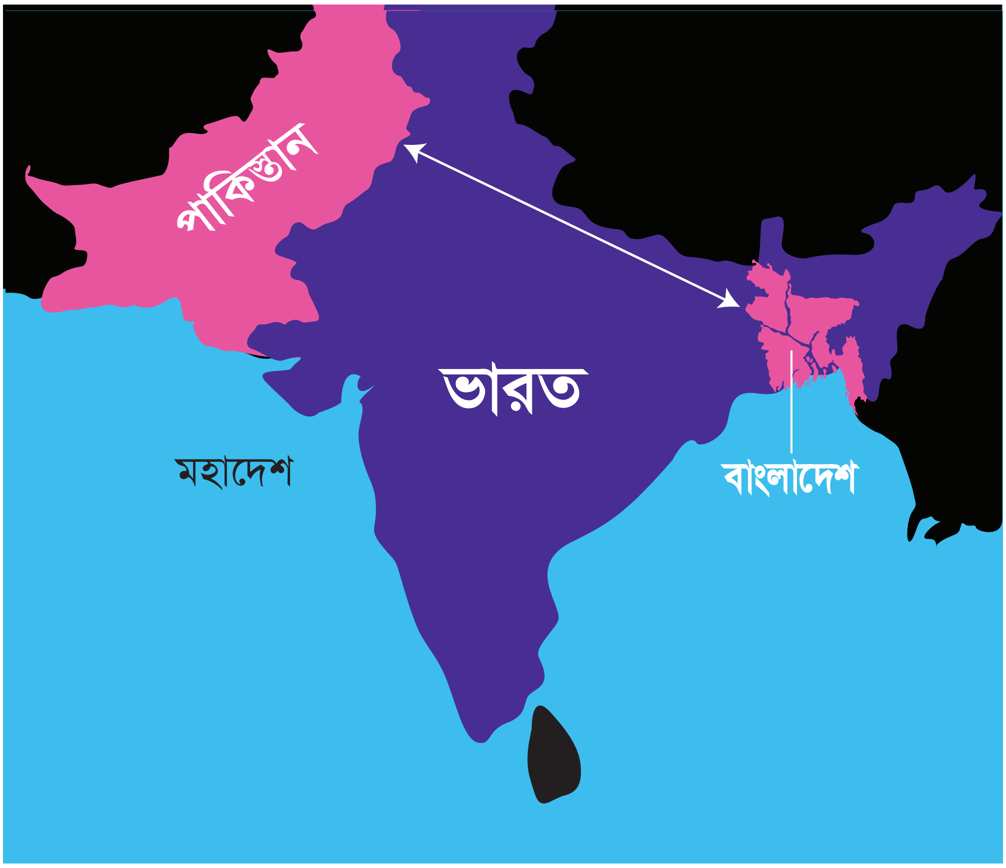

বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ও পাকিস্তান (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান)

বিজয় লাভের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি একদল ষড়যন্ত্রকারী ও দেশের শত্রুদের হাতে সপরিবারে শহিদ হন। তাঁর মৃত্যু দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে ভালোবাসব, দেশের জন্য কাজ করব।

ক| এসো বলি

১. বাংলাদেশ কখন স্বাধীনতা অর্জন করে?
২. মুক্তিযুদ্ধ কতমাস স্থায়ী হয়েছিল?
৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কোথায় বন্দি ছিলেন?
৪. বঙ্গবন্ধু কোন তারিখে দেশে ফিরে আসেন?
৫. ১৯৭৫ সালে কী হয়েছিল?

খ| এসো লিখি

১৯৭১ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তারিখের পাশে লেখ।

৭ই মার্চ	
২৫শে মার্চ	
২৬শে মার্চ	
১৬ই ডিসেম্বর	

গ| আরও কিছু করি

বঙ্গবন্ধুর ছবি সংগ্রহ করে একটি এ্যালবাম তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

কবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?

ক) ৭ই মার্চ খ) ২৫শে মার্চ গ) ২৬শে মার্চ ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

অধ্যায় ১১

আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

১ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস। এই দিন মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ শহিদ হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে পাকিস্তান শাসন আমলে। জনসংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তানে বাঙালিরাই বেশি ছিল। আর বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। বাংলার জনগণ তা মেনে নেননি। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেন। এই দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। এই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউরসহ আরও অনেকে ভাষার দাবিতে শহিদ হন। তাঁদের আমরা ভাষা শহিদ বলি। মনে রাখতে হবে ভাষার দাবিতে এমন আত্মদান পৃথিবীতে একটি বিরল ঘটনা। ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছোট বড় শহিদমিনার রয়েছে। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে খুব ভোরে আমরা খালি পায়ে ফুল হাতে শহিদমিনারে যাই। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃত। সারা বিশ্বে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে।

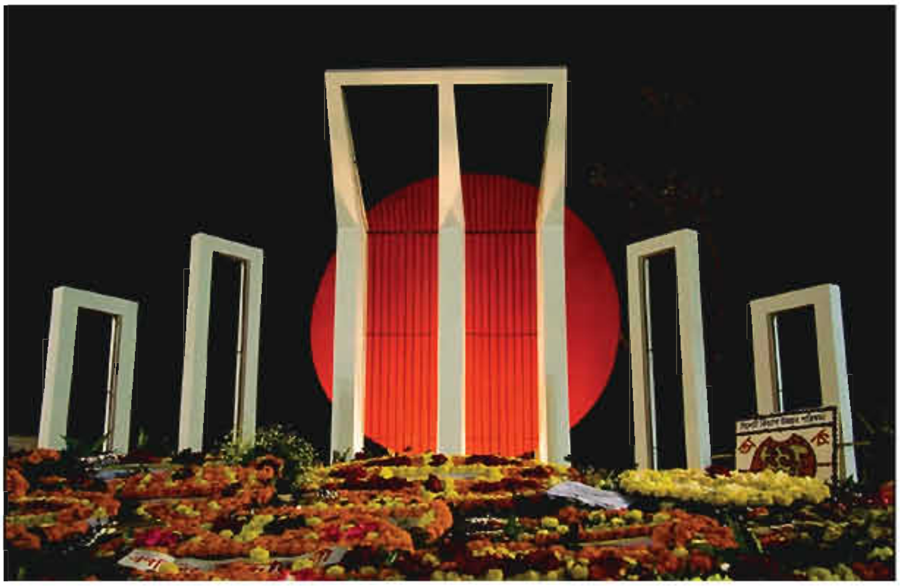

কেন্দ্রীয় শহিদমিনার

ক| এসো বলি

১. ২১শে ফেব্রুয়ারি কী দিবস?
২. এই দিবসটি কাদের স্মৃতিতে পালন করা হয়?
৩. বাংলাভাষার জন্য কখন আন্দোলন হয়েছিল?
৪. তোমরা কী কয়েকজন ভাষা শহিদের নাম বলতে পার?
৫. শহিদদের স্মরণে কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে?

খ| এসো লিখি

২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা একটি বিখ্যাত গান গাই। গানটি হলো, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।" গানটি লিখেছেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও সুর করেছেন ৭১ এর শহিদ আলতাফ মাহমুদ। এই গানটি তোমরা খাতায় লেখ ও সবাই মিলে গাও।

গ| আরও কিছু করি

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য খুঁজে বের কর।
- আমাদের দেশে বাংলা ছাড়া আরও অনেক ভাষা আছে। সেই ভাষাগুলো কী কী খুঁজে বের কর।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।
রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বাঙালিরা কেন আন্দোলন করেছেন?

২

স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস

অধ্যায় ১০ এ আমরা জানতে পেরেছি বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা **স্বাধীনতা দিবস** পালন করি। এটি আমাদের জাতীয় দিবস।

মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে সাভারে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

এ দিনটিতে আমরা সেখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

আমরা আরও জেনেছি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য প্রায় ৯ মাস পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ চলে। অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। প্রতিবছর জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই দিনটি পালন করি। এইদিনে বিভিন্ন জায়গায় বিজয় মেলা বসে।

ক| এসো বলি

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস কোন কোন তারিখে পালন করা হয়?
২. শহিদ দিবস কখন পালন করা হয়?
৩. ১৯৭১ সালে কারা পরাজিত হয়েছে?
৪. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায়?
৫. আমরা কী দিয়ে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাই?

খ| এসো লিখি

নিচের স্মরণীয় সৌধ দুটির নাম আমাদের কী কী মনে করিয়ে দেয়?

শহিদমিনার	জাতীয় স্মৃতিসৌধ

গ| আরও কিছু করি

প্রতিবছর তোমার মাদরাসায় কীভাবে এই তিনটি দিবস পালন করতে পারে তার একটি পরিকল্পনা কর।

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ১৯৭১ সালের .... ।

৩

নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন **পহেলা বৈশাখ**, এটি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। এই দিনটি সবাই উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন গান-বাজনা ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। বৈশাখী মেলায় মাটির খেলনা, হাঁড়ি, পুতুল, বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, কাঠের তৈরি জিনিস ইত্যাদি পাওয়া যায়। এসব মেলা ছোটদের জন্য খুবই মজার।

পহেলা বৈশাখে ব্যবসায়ীরা নতুন খাতায় নতুন বছরের হিসাব লিখতে শুরু করেন। একে হালখাতা বলা হয়। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দোকানে ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

নবান্ন গ্রাম বাংলার একটি উৎসব। এটি ফসল কাটার উৎসব। বাংলা অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কেটে ঘরে তোলা হয়। এ সময় কৃষকরা নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দে মেতে উঠেন। ঘরে ঘরে নতুন ধানের চাল দিয়ে নানারকম পিঠা ও খাবার তৈরি করা হয়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শিদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় নানারকম নাচ-গানের।

পৌষমেলা গ্রাম বাংলার আরও একটি সামাজিক উৎসব। বাংলা পৌষ মাসে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রামের ঘরে ঘরে বানানো হয় নানারকম শীতের পিঠা ও মিষ্টান্ন। কয়েকদিন ধরে চলে পিঠা বানানোর উৎসব। সেই সাথে আয়োজন করা হয় মেলার। মেলায় নানারকম পিঠা ও খাবার পাওয়া যায়। পাশাপাশি বসে নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদির আসর।

শীতের পিঠা

ক| এসো বলি

তিনটি দলে ভাগ হয়ে যাও।
প্রত্যেক দল এক এক করে বল সামাজিক এই উৎসবগুলো কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

খ| এসো লিখি

তোমার নিজের এলাকায় উদ্‌যাপিত সামাজিক উৎসবগুলো সম্পর্কে লেখ।

....

....

....

গ| আরও কিছু করি

কীভাবে তোমার মাদরাসায় পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা যায়?
এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

নবান্ন কিসের উৎসব?

ক) স্বাধীনতার উৎসব	খ) পৌষের উৎসব
গ) ফসল কাটার উৎসব	ঘ) নববর্ষের উৎসব

অধ্যায় ১২

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

১ জনসংখ্যা

রংপুর
ময়মনসিংহ
সিলেট
রাজশাহী
ঢাকা
খুলনা
বরিশাল
চট্টগ্রাম

আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর নবমইতম দেশ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা : ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪।

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

মোট জনসংখ্যার নারী পুরুষের শতকরা অনুপাত ৪৯.৯৯ : ৫০.০১

দেশের মোট আয়তন : ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মোট ১০১৫ জন মানুষ বসবাস করেন। একে বলা হয় **জনসংখ্যার ঘনত্ব**।

ক| এসো বলি

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার যদি অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ হয় তবে বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের সংখ্যা কত?

শিক্ষকের সহায়তায় কাজটি কর।

খ| এসো লিখি

নিচের কথাগুলো বলতে কী বোঝায়?

আদমশুমারি ....

জনসংখ্যার ঘনত্ব ....

নারী-পুরুষের অনুপাত ....

গ| আরও কিছু করি

অনেক ভিড়ে গাড়ি অথবা রিকশায় বসে থাকতে কেমন লাগে তা নিয়ে একটি বাক্য লেখ।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

ক) সপ্তম খ) অষ্টম গ) নবম ঘ) দশম

২

জনসংখ্যা ও পরিবার

নিচের ছবি দুটি তুলনা কর। পরিবার বড় হলে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে সবার চাহিদা পূরণ করা যায় না। যেমন- সবাই পুষ্টিকর খাবার পায় না। প্রয়োজনীয় পোশাকের অভাব হয়। বাড়িতে থাকার জন্য যথেষ্ট স্থান পাওয়া যায় না। ঘুমানো বা বিশ্রামের জায়গার অভাব দেখা দেয়। মাদরাসায় পড়ালেখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বই-খাতা পায় না। বড় পরিবারে ময়লা-আবর্জনা বেশি হয় এবং বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষিত হয়।

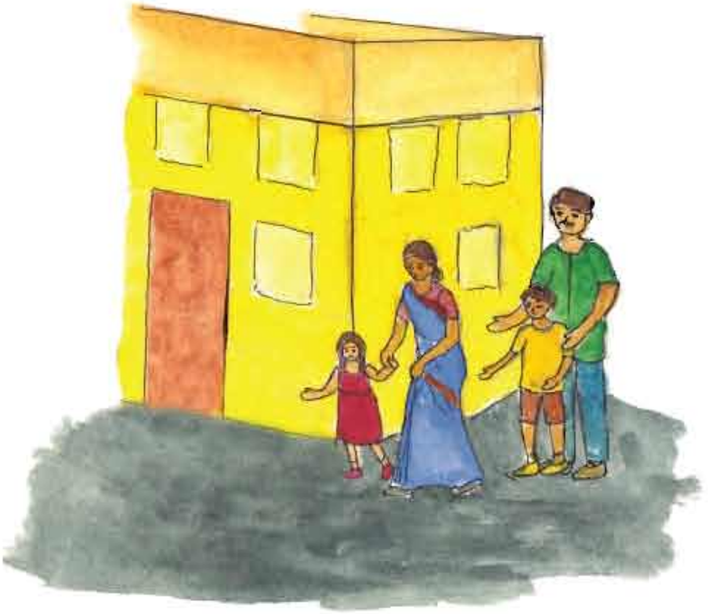

ছোট পরিবার

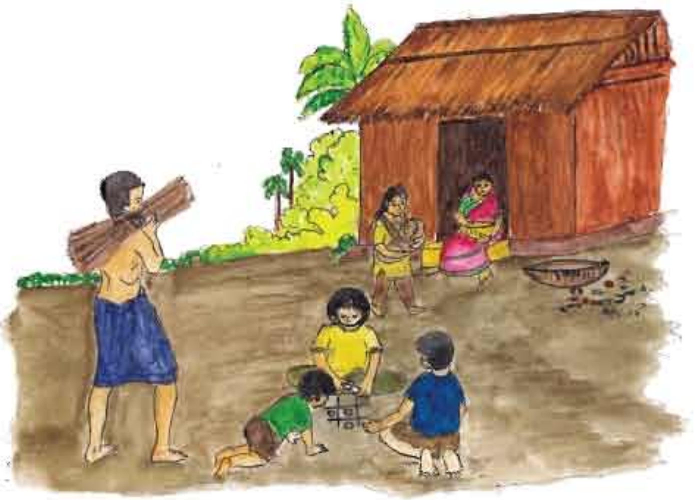

বড় পরিবার

বড় পরিবারে এই ধরনের অনেক সমস্যা দেখা দেয়। ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে হয় বলে অনেক মেয়ে শিশু পড়ালেখা করতে পারে না। যে সব পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি সেখানে ছোট শিশুরা অনেক সময় মা-বাবার সাথে কাজে যায়। ফলে তারা ঠিকমতো মাদরাসায় আসতে পারে না। অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা পায় না। ছোট পরিবারে সবার প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

ক| এসো বলি

নিচের বিষয়গুলোতে বড় পরিবার কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?

- খাদ্য
- বস্ত্র
- বাসস্থান
- শিক্ষা
- চিকিৎসা

খ| এসো লিখি

ছোট পরিবারের ভালো ও বড় পরিবারের মন্দ দিকগুলো নিচের ছক অনুযায়ী খাতায় লেখ।

ভালো দিক	মন্দ দিক

গ| আরও কিছু করি

বড় পরিবারের সমস্যাগুলো নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে কোন কোন চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না?

৩ যানবাহন ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

যাতায়াত ব্যবস্থায় অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে যেমন পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা হয় তেমনি কোনো দেশে বেশি জনসংখ্যা থাকলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। দেশে অনেক বেশি মানুষ থাকলে তাকে **জনসংখ্যার বিস্ফোরণ** বলে। জনসংখ্যা বেশি থাকলে সর্বত্র অনেক লোকের ভিড় থাকে, যেমন- মাদরাসা, হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, যানবাহন। অধিক জনসংখ্যার ফলে সীমিত যানবাহনের উপর চাপ পড়ে। রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় বাড়ে। মানুষের যাতায়াত কঠিন হয়। বাস, ট্রেন, লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করতে হয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে।

অধিক জনসংখ্যা থাকলে ময়লা – আবর্জনা বেশি হয়

অধিক জনসংখ্যার ফলে প্রধান দুই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

১. ময়লা - আবর্জনা বেশি হয়। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। দূষিত পরিবেশের কারণে নানা ধরনের রোগ ও অসুখ দেখা দেয়।

২. বাসস্থানের সমস্যা হয়। বাসস্থানের জন্য অধিক ঘর-বাড়ি তৈরি করতে হয়। ঘর বানানোর জন্য গাছ কেটে ও চাষের জমিতে বাড়ির জন্য জায়গা তৈরি করতে হয়। রাস্তার পাশে বা খোলা জায়গায় বস্তি গড়ে উঠে। তাই আমরা বুঝতে পারছি বেশি জনসংখ্যা আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা।

ক| এসো বলি

১. বাসে অতিরিক্ত মানুষ উঠলে কী হয়?
২. রাস্তায় বেশি যানবাহন থাকলে কী অসুবিধা হয়?

খ| এসো লিখি

নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর।

অধিক জনসংখ্যার ফলে ময়লা-আবর্জনা .... ।

অধিক জনসংখ্যার ফলে বাসস্থানের .... ।

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকার রাস্তায় ভিড় কেমন হয়? তোমাদের মাদরাসার বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়াও। লক্ষ কর কতজন মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে? কতগুলো রিকশা, বাস, সাইকেল ইত্যাদি যাচ্ছে? গণনা করে নিচের বার চার্টের মতো একটি চার্ট তৈরি কর।

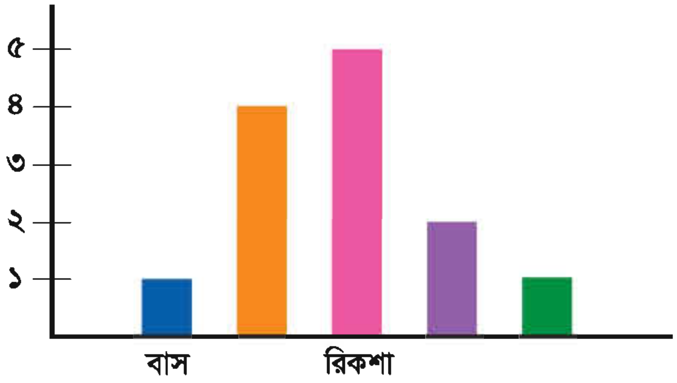

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

বেশি জনসংখ্যা হলে যানবাহনের উপর কী প্রভাব পড়ে?

যাচাই করি (নমুনা প্রশ্ন)

অধ্যায় ১: প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। কোথায় **প্রাকৃতিক পরিবেশ** দেখা যায়?
২। **সমাজ** বলতে কী বোঝায়?
৩। **সামাজিক পরিবেশের** একটি উদাহরণ দাও।
৪। আমরা কেন যানবাহন ব্যবহার করি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হত?
২। আমাদের সামাজিক পরিবেশে মাদরাসার গুরুত্ব কী?

অধ্যায় ২: মিলেমিশে থাকা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম লেখ।
২। মুসলমানদের দুইটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী?
৩। হিন্দুধর্মের প্রধান পূজার নাম লেখ।
৪। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কোনটি?
৫। কত তারিখে খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। শ্রেণিকক্ষে একে অপরকে সহায়তা করা প্রয়োজন কেন?
২। বাংলাদেশে আমরা কীভাবে আমাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করি?

অধ্যায় ৩: আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলো কী?
২। স্বাস্থ্যসেবায় তোমার অধিকারের একটি উদাহরণ দাও।
৩। কোন তারিখে বিশ্ব শিশুদিবস পালিত হয়?
৪। কাদের প্রতি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার- একটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
২। অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

অধ্যায় ৪: সমাজের বিভিন্ন পেশা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। **পেশা** কী?
২। যারা উৎপাদন করেন তাদের পেশার কয়েকটি উদাহরণ দাও ।
৩। যারা তৈরি করেন তাদের পেশার কয়েকটি উদাহরণ দাও।
৪। কোন পেশার মানুষেরা সেবা দান করেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। মানুষ কীভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ আয় করেন তা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
২। ডাক্তার ও নার্স কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেন?

অধ্যায় ৫: মানুষের গুণ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। ভালো শিক্ষকের কিছু গুণ উল্লেখ কর।
২। একটি ভালো কাজের উদাহরণ দাও।
৩। একটি খারাপ কাজের নাম লেখ, যা কারও করা উচিত নয়।
৪। যদি রাস্তায় তুমি কিছু টাকা পাও, তবে কী করবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। মানুষের কোন গুণগুলো তাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করে?
২। তোমার কোন ভালো কাজের জন্য তুমি পরিচিত হতে চাও?

অধ্যায় ৬: সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাড়ির কাজ করতে কেন তুমি তোমার পরিবারকে সাহায্য কর?
২। তুমি বাড়িতে কর এমন একটি কাজের নাম লেখ।
৩। বাড়ির বাইরে সাহায্য কর এমন একটি কাজের উদাহরণ দাও।
৪।মাদরাসার কাজে কীভাবে তুমি সাহায্য করতে পার?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমাদের বাড়ি-ঘর কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন?
২। মাদরাসা কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়?

অধ্যায় ৭ : পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বায়ুদূষণের দুটি কারণ লেখ।

২। পানিদূষণের দুটি কারণ লেখ।

৩। অতিরিক্ত শব্দের ফলে কী হয়?

৪। কোথায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমাদের কেন পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত?

২। আমাদের পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়?

অধ্যায় ৮ : মহাদেশ ও মহাসাগর

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে?

২। পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর আছে?

৩। সবচেয়ে ছোট মহাসাগর কোনটি?

৪। দক্ষিণ মেরুতে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। বিভিন্ন মহাদেশে বাস করে এমন কিছু প্রাণীর নাম লেখ।

২। আমাদের জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও।

অধ্যায় ৯ : আমাদের বাংলাদেশ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাংলাদেশের আয়তন কত?

২। ভারত ছাড়া আর কোন দেশ বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত?

৩। বাংলাদেশের নদীগুলো কোন সাগরে পড়েছে?

৪। রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় পাওয়া যায়?

৫। কোন কোন ফসল উৎপাদন করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমাদের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ কী?

২। গাছ আমাদের প্রয়োজন কেন?

অধ্যায় ১০: আমাদের জাতির পিতা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বঙ্গবন্ধু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২। কোথায় ও কখন বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
৩। মুক্তিযুদ্ধে আমরা কাদের পরাজিত করি?
৪। কীভাবে বঙ্গবন্ধু শহিদ হন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে কী শিখতে পারি?
২। আমরা কেন বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলি?

অধ্যায় ১১: আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। ভাষা আন্দোলনের দাবি কী ছিল?
২। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মধ্যকার সময়ে কী ঘটে?
৩। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে কারা আত্মসমর্পণ করে?
৪। গ্রাম বাংলার দুটি উৎসবের নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। স্বাধীনতা দিবস কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয় লেখ।
২। বাংলাদেশের যে কোনো একটি সামাজিক উৎসব সম্পর্কে লেখ।

অধ্যায় ১২: বাংলাদেশের জনসংখ্যা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
২। বাংলাদেশে নারী অথবা পুরুষ, কাদের সংখ্যা বেশি?
৩। ছোট পরিবারের একটি সুবিধার কথা লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। যাতায়াত ব্যবস্থার উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব কী?
২। পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার ক্ষতিকর প্রভাব কীভাবে রোধ করা যায়?

শব্দভাণ্ডার

অর্থকরী ফসল- যে সকল ফসল বিদেশে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জন করা হয়।
অধিকার- নিজেকে বিকশিত করার জন্য সুযোগ-সুবিধা।
অধিক জনসংখ্যা- কোনো দেশের আয়তনের তুলনায় ঐ দেশের জনসংখ্যার আধিক্য।
আদমশুমারি- লোক গণনা। কোনো দেশে কতলোক বসবাস করে তা গণনা করাকে আদমশুমারি বলে।
উৎসব- আনন্দ অনুষ্ঠান। সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেমন- পহেলা বৈশাখ বা ঈদ।
কাজ- কোনো কিছু করা।
কাদামাটি- নরম মাটি।
কৃষিকাজ- জমিতে ফসল ফলানোর কাজ করা।
গুণ- মানুষের চরিত্রের ভালো দিক।
জনসংখ্যার ঘনত্ব- প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকসংখ্যা।
তাঁত- কাপড় বুনন যন্ত্র।
দায়িত্ব- কারও উপর অর্পিত নির্ধারিত কাজ।
দূষণ- দোষ যুক্ত। কোনো ভাবে যা দূষিত হয়েছে। যেমন-পানি দূষণ, বায়ূ দূষণ ইত্যাদি।
পরিবেশ- আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে তৈরি হয় পরিবেশ।
পেশা- যে কাজ করে মানুষ অর্থ উপার্জন করে।
প্রাকৃতিক পরিবেশ- আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, যেমন গাছ, পাখি ও নদ-নদী ইত্যাদি।
প্রাকৃতিক মানচিত্র- যে মানচিত্রে পাহাড়, নদী ইত্যাদি দেখানো হয়।
মহাদেশ- অনেকগুলো দেশ নিয়ে একটি মহাদেশ হয়, যেমন এশিয়া মহাদেশ।
মহাসাগর- সাগরের চেয়ে বড় লবণাক্ত বিশাল জলরাশি, যেমন প্রশান্ত মহাসাগর।
যানবাহন- যার মাধ্যমে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই।
রাজনৈতিক মানচিত্র- যে মানচিত্র দ্বারা দেশের সীমারেখা দেখানো হয়।
নারী-পুরুষের অনুপাত- মেয়ে ও ছেলে এবং নারী ও পুরুষের সংখ্যার তুলনা।
সমাজ- নানা রকম সম্পর্ক নিয়ে এক সঙ্গে বসবাসকারী মানুষ।
সংস্কৃতি- একটি দেশের সামাজিক জীবনধারা।
সামাজিক পরিবেশ- আমাদের চারপাশের মানুষ এবং তাদের তৈরি জিনিস।
স্বাধীনতা- অন্যের অধীন নয় এমন। যখন একটি দেশ আরেকটি দেশের অধীন থেকে মুক্ত হয় এবং নিজেরাই নিজেদের দেশ পরিচালনা করে।
সেচ- ফসল উৎপাদনে পানি সরবরাহ করা।

সমাপ্ত

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৩য়–বা বি

প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য